POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

যাহারা খরচ করে সচ্ছলতায় এবং অসচ্ছলতায়ও এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল,বস্তুত আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে।

(আলে ইমরান:১৩৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 37-38

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 12-19 সেপ্টেম্বর, 2019 12-19 মহররম 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

কুরআন করীমের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি বহুদূর প্রসারিত। কিয়ামত পর্যন্ত এই একটি অপরিবর্তনীয় বিধানই প্রত্যেক জাতি এবং যুগের জন্য প্রযোজ্য।

কুরআন করীম সমগ্র মানবজাতিকে দৃষ্টিতে রেখেছে, কোন বিশেষ জাতি, দেশ বা যুগকে নয়। ইঞ্জিলের দৃষ্টি কেবল একটি বিশেষ জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এইজন্যই মসীহ আলাইহিস সালাম বার বার বলেছেন-'আমি ইসরাইলদের হারানো মেষদের সন্ধানে এসেছি।'

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য

অলৌকিক নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং ভিত্তি হল প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া- বাগ্মিতা এবং সাবলীলতাও বজায় রাখা, অথচ সত্য ও প্রজ্ঞাও যেন উপেক্ষিত না হয়। এটি একমাত্র কুরআন করীমেরই মোজেযা বা নিদর্শন যা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। এর মধ্যে প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে নিদর্শন শক্তি বিদ্যমান, ইঞ্জিলের ন্যায় কেবল শব্দাবলী ও বর্ণনার সমষ্টি নয় যার শিক্ষা হল- 'এক গালে চপাটাঘাত পেলে অপর গালটিও বাড়িয়ে দাও।' এর মধ্যে এ বিষয়টি বিবেচিত হয় নি যে এই শিক্ষা কতটা প্রজ্ঞাপূর্ণ আর এটি মানুষের স্বভাব বা প্রবৃত্তির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্য রাখে?

এর বিপরীতে কুরআন করীম অধ্যায়ন করলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে মানব মস্তিষ্ক এসব কিছু আয়ত্ত করার ক্ষমতা রাখে না আর এমন পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত শিক্ষা মানব মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা প্রসূত হতে পারে না। আমাদের সামনে যদি এক হাজার অভাবী মানুষ থাকে আর আমি তাদের মধ্য থেকে কেবল দু-একজনকে কিছু দিলাম অথচ বাকিদের কথা চিন্তাও করলাম না- এটা কি ন্যায়সঙ্গত কাজ হিসেবে গণ্য হবে? অনুরূপভাবে ইঞ্জিলও কেবল একটি দিকের প্রতিই দৃষ্টি দিয়েছে, অন্যান্য আঙ্গিকগুলির প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করে নি। এর জন্য আমরা ইঞ্জিলকে দোষারোপ করছি না, বরং এটিতো ইহুদীদের অপকর্মের পরিণাম। যেরূপ তাদের ক্ষমতা ছিল সেই অনুপাতেই ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। যেরূপে প্রবাদ রয়েছে, ' কোন প্রকারের ফিরিশতা অবতীর্ণ হবে স্বয়ং আত্মাই তার নির্ধারক ।' এর জন্য অন্য কাউকে কিভাবে দোষ দেওয়া যেতে পারে?

ইঞ্জিলের শিক্ষা কেবল নির্দিষ্ট যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ

এছাড়াও ইঞ্জিল হল একটি নির্দিষ্ট স্থান, যুগ এবং জাতির বিধান। যেরূপে ইংরেজরাও নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের জন্য আইন বলবৎ করে থাকে যা নির্দিষ্ট সময়ের পর আর কার্যকর থাকে না। অনুরূপভাবে ইঞ্জিলও একটি বিশেষ বিধান যা তার নিজের স্থান ও সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কুরআন করীমের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি বহুদূর প্রসারিত। কিয়ামত পর্যন্ত এই একটি অপরিবর্তনীয় বিধানই প্রত্যেক জাতি এবং যুগের জন্য প্রযোজ্য। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (সূরা হিজর, আয়াত: ২২)

অর্থাৎ আমরা নিজেদের ভাণ্ডার থেকে পরিমিত হারে অবতীর্ণ করে থাকি। ইঞ্জিলের প্রয়োজন তার নির্দিষ্ট যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, এই জন্য এর শিক্ষার সারাংশ একটি পৃষ্ঠাতেই বর্ণনা করা সম্ভব।

কুরআন করীম সমস্ত যুগের জন্য

কুরআন করীমের কাজ ছিল সমস্ত যুগের মানুষের সংশোধন করা। এর উদ্দেশ্য ছিল পশুতুল্য মানুষদেরকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করা এবং মানবীয় শিষ্টাচার শেখানোর মাধ্যমে তাদেরকে সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা-যাতে শরিয়ত-বিধানের অনুশাসন এবং বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক ক্রমবিবর্তনের ধারার সূচনা করে অবেশেষে তাকে খোদা প্রাপ্ত মানুষের মর্যাদায় উপনীত করা যায়।

এই কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে সংক্ষিপ্ত বলে মনে হলেও এর মধ্যে শত-সহস্র অনুষঙ্গ সমাবিষ্ট রয়েছে। যেহেতু, ইহুদী, প্রকৃতিবাদী, অগ্নি-উপাসক এবং বিভিন্ন জাতি অনাচার ও কদাচারের পঙ্কিলে নিমজ্জিত ছিল, তাই আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্‌র আদেশে সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে বললেন- قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (সূরা আলা আরাফ, আয়াত: ১৫৯) অর্থাৎ হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে) রসূল (হয়ে এসেছি)। এই কারণে কুরআন শরীফের শিক্ষা সেই সকল শিক্ষামালার সমষ্টি হওয়া অনিবার্য ছিল যেগুলি প্রত্যেক যুগে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রবর্তিত হয়ে এসেছিল, এবং সেই সমস্ত সত্যকেও নিজের মধ্যে ধারণ করা আবশ্যক ছিল যেগুলি স্বর্গলোক থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে পৃথিবীবাসীদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছিল। কুরআন করীম সমগ্র মানবজাতিকে দৃষ্টিতে রেখেছে, কোন বিশেষ জাতি, দেশ বা যুগকে নয়। ইঞ্জিলের দৃষ্টি কেবল একটি বিশেষ জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এইজন্যই মসীহ আলাইহিস সালাম বার বার বলেছেন-'আমি ইসরাইলের হারানো মেষদের সন্ধানে এসেছি।'

তওরাতের পর কুরআন শরীফের প্রয়োজন

অনেকে বলেন, কুরআন কি এনেছে? কুরআনে সেই সমস্ত বিষয়ই রয়েছে যা ইতিপূর্বে তওরাতে ছিল। এই অপূর্ণমূল্যায়নই কতিপয় খৃষ্টানকে কুরআনের প্রয়োজনহীনতা সম্পর্কে নিবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করেছে। তারা যদি প্রকৃত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রাখত, আজ তারা পথভ্রষ্ট হত না। এমন মানষেরা বলে থাকে, তওরাতের লেখা আছে ব্যাভিচার করো না। অনুরূপে কুরআনও ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। কুরআন একেশ্বরবাদের শিক্ষা দেয়, অপরদিকে তওরাতও একমেবদ্বিতীয় খোদার উপাসনা শেখায়। পার্থক্য কিসের? বাহ্যতঃ এই প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। কোন অজ্ঞ ব্যক্তির সামনে এই প্রশ্ন রাখা হলে সে ঘাবড়ে যাবে। বস্তুতঃ এই ধরণের সূক্ষ্মধর্মী ও জটিল প্রশ্নের সমাধানও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। এটিই তো কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান যা নিজ নিজ সময়ে উন্মোচিত হয়। আসল কথা হল কুরআন করীম এবং

এর ১৫পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কংগ্রেস ওম্যান নরমা টরেস সাহেবা বিশেষ করে নাসের হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এসেছিলেন। তিনি নিজের ভাষণে বলেন: আপনারা যে নাসের হাসপাতাল উদ্বোধন করছেন এতে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য সম্মানের বিষয়, কেননা এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হতে চলেছে। তাই আহমদীয়া জামাত গোয়েতেমালার সঙ্গে কাজ করে আমি গর্বিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবকে এখানে আসার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর নেতৃত্ব এবং এখানকার স্থানীয় মানুষদের সেবার স্পৃহা আমাদের মুগ্ধ করেছে। গোয়েতেমালায় চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি সাধনে অনেক প্রতিকূলতা রয়েছে। যেমন, এখানে হত্যার ঘটনার থেকে ডায়াবেটিসে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। এছাড়াও প্রসবকালীন মৃত্যুর হার ইউ.এস-এর থেকে অনেক বেশি। গ্রামীণ এলাকায় এই হার আরও বেশি যেখানে চিকিৎসা পরিষেবা প্রায় নগণ্য। গোয়েতেমালার অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ার এটি একটি অন্যতম কারণ, অথচ এটি ভীষণভাবে প্রয়োজন।

অতএব, এই হাসপাতাল স্থাপনা উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চেয়ে ভাল অন্য কেউ আর এই কাজ করতে পারবে না। 'চিনো' তে মসজিদের সুবাদে অনেক দিন থেকে আমি জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে পরিচিত। আহমদীরা সামাজিক কাজে ভীষণ সক্রিয়, জনকল্যাণমূলক কাজে প্রথম সারিতে অবস্থান করে। তাদের বদান্যতা অনুকরণীয়। আমরা তাদের সেবামূলক কাজে প্রভাবিত হয়েছি। আহমদী চক্ষু চিকিৎসকদের দল দাতব্য চিকিৎসার জন্য এখানে আসে, তারা বিনামূল্যে চোখের অপারেশন করে যায়। তারা জানে যে এখানে হাসপাতালের অভাব আছে। তাই তারা হাত গুটিয়ে বসেও নেই, এরই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এই হাসপাতালটি অস্তিত্ব লাভ করল। এর জন্য অনেক পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল। অবশেষে আমরা এর উদ্বোধনের জন্য একত্রিত হয়েছি। আমি হুযুর আনোয়ারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুরূপভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে স্মারক হিসেবে একটি 'শিল্ড' হাতে তুলে দেন।

এরপর গোয়েতেমালার উপ-স্বাস্থ্য মন্ত্রী স্পেনিশ ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন: অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমি আনন্দিত। হুযুর আনোয়ার এবং হিউম্যানিটি ফার্স্টকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক দল অনেক সহায়তা করেছে, তাদেরকেও ধন্যবাদ। আপনারা পৃথিবীর সর্বত্রই হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন আর দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর হুযুর আনোয়ার ভাষন প্রদান করেন।

হুযুর (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। আজ গোয়েতেমালায় যে সমস্ত সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য ভীষণ আনন্দের একটি উপলক্ষ্য তৈরী হয়েছে। কেননা, হিউম্যানিটির ফার্স্ট-এর পক্ষ থেকে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে। এই কারণেই আমরা এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক মূহুর্ত হিসেবে গণ্য করি। যদিও হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটি স্বতন্ত্র সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এর নিজস্ব সংগঠন ও কর্মসূচি রয়েছে। কিন্তু এর সূচনা হয়েছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের হাতে। বিশ্বব্যাপী আহমদীরা আর্থিক ত্যাগ-স্বীকার এবং অন্যান্য উপায়ে হিউম্যানিটি ফার্স্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে, যাতে এটি মানবতার সেবার মানকে সমুন্নত করতে পারে, নিজেদের কর্মসূচির বিস্তার ঘটাতে পারে। কাজেই, হিউম্যানিটি ফার্স্টের সঙ্গে জামাত আহমদীয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই আজ কেবল হিউম্যানিটি ফার্স্টের জন্যই আনন্দের বিষয় নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকেও এটি পুলকিত করবে।

আমরা হাসপাতাল কেন তৈরী করলাম? আপনাদের মনে এমন চিন্তার উদ্রেকও হতে পারে। এর উত্তর খুব সরল। এই হাসপাতাল কেবল একটি উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছে আর সেটি হল মানবতার সেবা যাতে এদেশের মানুষদের কাছে উচ্চমানের চিকিৎসার পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। আমি প্রথমেই জানিয়ে দিই যে এই প্রতিষ্ঠানটি এদেশের জন্য সেবার চূড়ান্ত পর্যায় নয়, বরং দোয়া করি যেন এতদঞ্চলে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর পক্ষ থেকে আরও অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির জন্য এই হাসপাতালটি একটি মাইল ফলক হয়ে থাকে। আমি দোয়া করি এবং এবং এটি আমার আশা যে এখানে হাসাপাতাল স্থাপন করা একটি লঞ্চ প্যাডের ভূমিকা পালন করবে, যা হিউম্যানিটি ফার্স্টকে এখানে এবং বিশ্বে অন্যত্র ত্রাণ ও সহায়তা দেওয়ার অন্যান্য কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আমাদের কিছু অতিথি হয়তো বিস্মিত হবেন বা বিচলিত হবেন যে কেন একটি মুসলমান জামাত অ-মুসলিমদের সাহায্যের জন্য এমন ব্যকুল হয়ে আছে। এর উত্তর হল, আমাদের জামাতের পক্ষ থেকে সরাসরি কোন প্রকল্পের মাধ্যমে হোক বা হিউম্যানিটি ফার্স্ট এবং অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা রূপে হোক- আহমদীয়া মুসলিম জামাত সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানবতার সেবায় প্রথম সারিতেই অবস্থান করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, বিগত কয়েকটি দশকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত আফ্রিকায় বহু হাসপাতাল এবং স্কুল স্থাপন করেছে, যেগুলির মাধ্যমে জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা এবং উচ্চ মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আফ্রিকায় আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণকারী হোক বা স্কুলে শিক্ষার্জনকারী ছাত্ররা- এদের অধিকাংশই অমুসলিম। এদের অনুপাত প্রায় নব্বই শতাংশ। আমরা জাতি বা বর্ণের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করি না কিম্বা আহমদী ছাত্রদেরকে অন্যদের উপর কোন প্রকার প্রাধান্য দিই না। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান করছে। আমাদের লক্ষ্য হল সকলেই যেন শিক্ষার্জন করে এবং তাদের শিক্ষার ভিত মজবুত হয় যাতে তারা নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কাঠামো গড়ে তুলতে পারে। এছাড়াও আমরা এমন সুযোগ্য ও কৃতি ছাত্রদের বৃত্তিও দিয়ে থাকি যারা উচ্চমাধ্যমিকের খরচ বহন করতে সক্ষম হয় না, যাতে তারা নিজেদের যোগ্যতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে এবং নিজের ও জাতির জন্য উন্নত ভবিষ্যত তৈরী করতে পারে। এইভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিজের পক্ষ থেকে বা হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর মাধ্যমে মানবতার সেবা এবং দারিদ্র নিপীড়িত ব্যক্তিদের সহায়তা করে আসছে, যার ইতিহাস অনেক পুরনো।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা এই সকল সেবার প্রতিদানে কোন প্রশংসা বা কৃতিত্ব দাবি করি না, কেননা আমরা সেই সব কিছুই করছি যা ধর্ম আমাদেরকে করার শিক্ষা দেয়। ইসলামের শিক্ষাই হল অপরের সেবা করার ক্ষেত্রে আমাদের মূল চালিকা শক্তি। প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের জন্য কুরআন করীম হল পথের দিশারী, যা ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর উপর ঐশী বাণী রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বার বার মুসলমানদেরকে মানবতার সেবা এবং বিপন্ন, অসহায় ও বঞ্চিতদের সহায়তা করার শিক্ষা দিয়েছেন। মুসলমানেরা যেন নিঃস্বার্থ হয়ে অপরের সেবা করার প্রেরণা রাখে, এটিই কুরআন করীম আমাদের কাছে দাবি করে আর আমরা যেন অপরের নিরাপত্তা এবং সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সকল প্রকারের ত্যাগ-স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকি। যেমন, কুরআন করীমের সূরা আলে ইমরানের ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান যে, সৎ কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও সৎ কাজ করার উপদেশ দেয়। সেই ব্যক্তিই অপরের প্রতি যত্নবান হতে পারে এবং সেবা করতে পারে, যে মানবজাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভুতি পোষণ করে এবং খোদার সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা রাখে। মানবতার প্রতি এমন উচ্চমানের ভালবাসা কেবল তখনই সম্ভব, যখন আপনার অন্তর কলুষতামুক্ত হবে, যেখানে স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ ঠাঁই পাবে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীমের সূরা বাকারা ৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সদা সৎকথা বলার,

এর পর শেষের পাতায়

জুমআর খুতবা

"যুগ খলীফার সমস্ত বক্তব্য থেকে প্রকৃত ইসলামের বার্তা পাওয়া যায়, তাঁর কথাগুলি হৃদয়ের গভীরে গেঁথে যায়।"

একমাত্র আহমদীরাই পৃথিবীতে মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরছে।

(বেনিনের মুসলিম কমিউনিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট)

সকলের মধ্যে একটি বিষয় সমান ছিল, তারা প্রত্যেকে নিজেদের খলীফার প্রতি অসাধারণ আনগত্য ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখে।

(একজন অতিথিনী)

আহমদী সদস্যদের শিক্ষা-দীক্ষা খাঁটি ইসলামে শিক্ষা অনুসারে করা হয়েছে। আজ যদি কেউ ইসলামের প্রতীক হতে পারে তবে তা একমাত্র জামাত আহমদীয়াই। *(আল হাজ্জ মহম্মদ ওয়াকীল)*

আজ ইসলাম আহমদীয়াতের মাধ্যমেই প্রসার লাভ করছে।

(সায়েবু আওরাগো)

এখন আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার সমস্ত সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে আর জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, পৃথিবীতে আজ যদি কোন দল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাহলে তা কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই রয়েছে।

(ফান্তা ফাকানো)

এখানে এসে আমি দেখেছি যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং এটি এক মহান ভ্রাতৃত্ব, একটি পরিবার। আমি ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব-ব্যবস্থা এবং নিজেদের ধর্মের প্রতি আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কুরবানীকে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। *(মোরু হেনরিক)*

জলসায় 'জেসাস ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রদর্শনী দেখেছি। সেখানে একজন ব্যবস্থাপকের সাথে ঈসা (আ.) সম্পর্কে কথা হয়েছে। তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে এমন সব কথা বলেছেন যা পূর্বে আমি কখনো শুনিনি। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি যে, আহমদীদের কাছে তো বাইবেলের জ্ঞান খ্রিষ্টানদের চেয়ে বেশি আছে।

যুক্তরাজ্যের সালানা জলসার সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করে নিজেদের কর্মপন্থার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনকারী কর্মী স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

যুক্তরাজ্যের জলসায় আগমণকারী অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

জীবনোৎসর্গীকরণের স্পৃহা নিয়ে অনন্য সেবাদানের তৌফিকলাভকারী মাননীয় এডভকেট মুজিবুর রহমান সাহেব এর মৃত্যু। তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ৯ আগস্ট , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৯ যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ তা'লার কৃপায় গত রবিবার যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'লার অগণিত কল্যাণরাজি এসব জলসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, যেগুলো আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই লাভ করি। জলসার পরবর্তী জুমুআর খুতবায় আমি সচরাচর এসব বিষয়ই উল্লেখ করে থাকি অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তা তো আছেই, সেই সাথে অ-আহমদীদের ওপর এর কী প্রভাব পড়ে, জলসার পরিবেশকে তারা কীভাবে দেখে আর নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের মাঝে বিদ্যমান দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। আমি সাধারণত পরবর্তী জুমুআয় এসব বিষয় উল্লেখ করে থাকি এবং করবো। কিন্তু তার পূর্বে সকল পুরুষ ও নারী কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা যেকোন বিভাগের সাথে যেকোন পদে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। সহযোগী কর্মী থেকে অফিসার পর্যন্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকে নিঃস্বার্থভাবে নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অ-আহমদী অতিথিদের সামনে নিজেদের আচরণে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষভাবে সহযোগী কর্মীরা এই কৃতজ্ঞতার অধিক প্রাপ্য যারা একটি বড় সংখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করেন আর আসল কাজ তো এসব সহযোগী কর্মীরাই করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। জলসার কর্মীরা ছাড়া কেন্দ্রীয় বিভিন্ন স্থায়ী দফতরের কর্মীরাও আছেন যেমন এমটিএ-'র কর্মীরা রয়েছেন আর এদের মাঝে স্বেচ্ছাসেবীরাও রয়েছেন, যুক্তরাজ্যের বাসিন্দাও আছেন এবং অন্যান্য দেশ থেকেও কিছু এসেছেন। কিছু প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়েছে এগুলো প্রস্তুত করার জন্য যারা কাজ করেছেন, এছাড়া সেখানে স্টুডিওতে কিছু প্রোগ্রাম হয়েছে সেগুলোতে যারা কাজ করেছেন তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা জলসার দিনগুলোতে সকল বিভাগই নিজ নিজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স-এর যে প্রদর্শনী হয় তা-ও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, এছাড়া আর্কাইভের প্রদর্শনী, ছবির প্রদর্শনী রয়েছে এই সমস্ত বিভাগ, যারা কাজ করেছেন এবং যেসব কর্মীরা জলসার পূর্বে বা পরে কাজ করেছেন, তারা সবাই সংশ্লিষ্ট কাজে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সবাই আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এখন আমি এই স্বল্প সময়ে যতটুকু সম্ভব কতিপয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করবো।

মুসলিম কমিউনিটি, বেনিনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মালেহো ইয়াকুব সাহেব এবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি কুড়ি বারের বেশি হজ্জ করেছি কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি উন্নত ব্যবস্থাপনা দেখার সুযোগ হয়েছে। জলসার পরিবেশ এমন ছিল যা আমি আমার সারা জীবনে দেখিনি। আমি অনেক ধর্মীয় কনফারেন্স ও সভা-সমাবেশে অংশ নিয়েছি কিন্তু এই

সালানা জলসার মতো পরিবেশ কোথাও পাই নি। বিমানবন্দর থেকে আরম্ভ করে আবাসন পর্যন্ত এমন ব্যবস্থাপনা ছিল যে, মনে হচ্ছিল আমি বাড়িতেই রয়েছি। এরপর জলসায় সকল শ্রেণী ও পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ দেখেছি, প্রকৌশলী, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষিত শ্রেণি, গুণীজ্ঞানী সবাই একান্ত বিনয়ের সাথে আমার সেবা করেছে এবং সবাই এতে খুবই আনন্দিত ছিল। এরপর আমার বক্তৃতার বিষয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ইসলামের বার্তা পেয়েছি এবং ইসলামী বিশ্বের ও মুসলমানদের আজ এই বার্তারই প্রয়োজন যেন ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিদ্যমান সংশয় দূর হয়। তিনি বলেন, আমি এখানে এসে অনেক কিছু শিখেছি। আহদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। এরপর তিনি বলেন, আমি বেনিন গিয়ে সেখানকার লোকদের বলবো, অন্যের কথায় কান না দিয়ে আহমদীয়াত শিখ। কেবলমাত্র আহমদীরাই আজ বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরছে।

বুর্কিনাফাসোর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্টেট মিনিস্টার সাইমুন সাওয়াদোগো সাহেব নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে আমি সকল ধর্মকেই সম্মান করি। এই জলসায় অংশগ্রহণ করার ফলে আমার অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। যেসব প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেসও করি নি সেগুলোরও উত্তর পেয়েছি। আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি এই জলসায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছি। জলসার পবিত্র ধ্যানধারণা এবং পবিত্র পরিবেশ আধ্যাত্মিকভাবে আমার অনেক উপকার সাধন করেছে। আমরা ভালোবাসা, সদাচরণ এবং নিয়ম-নীতির ওপর আমল করে সবাই মিলে মিশে বসবাস করতে পারি। এরপর তিনি জলসার কর্মীদের বিষয়ে বলেন, জলসার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা টয়লেট পরিষ্কার করছিলেন, থালা-বাসন ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন এবং ছোট ছোট শিশু-কিশোররা পানি পরিবেশন করছিল- এ সবকিছু নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যের সেবা করার এই প্রেরণা অসাধারণ ছিল। এরপর তিনি বলেন, আমি ফজল মসজিদেও গিয়েছি, ছোট একটি প্রাথমিক যুগের মসজিদ, কিন্তু এতে এক আকর্ষণ আছে, সরলতা রয়েছে এবং এর এক পৃথক সৌন্দর্য আছে। এরপর তিনি বয়আত সম্পর্কে বলেন, এটি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আনুগত্যের এক শৃঙ্খল ছিল যা বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ, কিন্তু মানুষ খলীফার আহ্বান অনুধাবন করতে পারছে না। বর্তমান যুগের মানুষ বস্তুবাদিতার পেছনে ছুটছে কিন্তু এই বস্তুবাদিতার ফলে ক্ষতির শিকারও মানুষই হচ্ছে। এরপর তিনি আমার বিষয়ে বলেন যে, তিনি নিজ বক্তৃতায় উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্ম-পন্থা বাতলে দিয়েছেন, এতে পিতামাতার অধিকার রয়েছে এবং সন্তানদেরও অধিকার রয়েছে। আর সমাপনী বক্তৃতায় যেসব বিষয় ছিল তা এসব লোকদের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রতিক্রিয়াতে এর উল্লেখ করেছেন।

বুর্কিনাফাসোর সাংসদ সায়োবা রাগো সাহেব বলেন, জসলা খুবই ভালো ছিল, প্রত্যেকটি কাজ সুসংগঠিত বা সুশৃঙ্খল ছিল, প্রত্যেকই কোন না কোন কাজে রত ছিল, সারা বিশ্ব থেকে আগত ছোট বড় নারী পুরুষ সকলেই ইসলামের খাতিরে যে কোন সেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি বিশ্বাস করি, আজ আহমদীয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম বিস্তার লাভ করছে। আহমদীরা একে অপরের সাহায্য করে এবং অন্যদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। এরপর তিনি আমার সম্পর্কে বলেন যে, আপনি আমাদের সরকারের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া করেছেন, এটি আমাদের জন্য আসল সম্পদ। জলসার সময় আমাদের খুবই উত্তমভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে, এছাড়া অন্যান্য বক্তৃতাও খুবই উন্নতমানের ছিল।

এরপর গ্রীস থেকে আগত রাব্বিদের (ইহুদি ধর্মযাযক) চীফ গেবরিয়েল নেগ্রিন সাহেব বলেন, এই অসাধারণ আন্তর্জাতিক জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করায় আল্লাহ তা'লার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। জলসার পরিবেশ ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী উভয়ের আন্তরিকতার সকল ক্ষেত্র আহমদীয়া জামাতের ব্রত 'ভালোবাসা সবার তরে'-কে পরিস্ফুটিত করে। রাব্বি হিসাবে আমি এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আপন করে নেওয়া এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছি। এরপর তিনি বলেন, যেসব ইমামের সাথেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং কথা বলার সুযোগ হয়েছে তারা সবাই আমাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমি সত্যিই আনন্দিত ছিলাম যে, আমি আমার বিশেষ টুপি 'কিপা' মাথায় পরে কোন ধরনের ব্যঙ্গপূর্ণ ইঙ্গিত বা ভয়ঙ্কর দৃষ্টি অথবা নাঊযুবিল্লাহ্ কট্টরপন্থী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন না হয়ে হাজার হাজার মুসলমান ভাইদের মাঝে চলাফেরা করছিলাম আর অন্যান্য স্থানে আমি যা দেখতে পাই , এই ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি আরো বলেন, সবদিক থেকে আমার সেবা-যত্ন করা হয়েছে। আমার খাবারও আমার পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। আমার ইবাদতের আবশ্যকীয় বিষয়টিও ছিল যা সময়মত সমন্বয় করা হয়েছে এবং এটি কোন সহজ বিষয় নয়। কিন্তু জলসার ব্যবস্থাপনা এবং আমার অতিথি সেবকরা এ সবকিছু আমার জন্য করেছেন।

এরপর জাপান থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধান ইউশিদা নিকোঈকো জলসায় আগমন করেছিলেন। তার জ্ঞানমতে মিজি বাদশাহর মা তাদের উপাসনালয়ের অনুগামী ছিলেন আর টোকিওতে অবস্থিত তাদের উপাসনালয়ে মিজি বাদশা'র মায়ের (মৃতদেহের দেহাবশেষ) ছাই দাফন করা আছে। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ দেখে হৃদয়ে সত্যিকার প্রশান্তি লাভ হয়। সবার নিরাপত্তার জন্য চেকিং হয় ঠিকই, কিন্তু কোন ঝগড়া দৃষ্টিগোচর হয় নি, কাউকে তিক্ততা প্রকাশ করতে দেখিনি। খাবার থেকে শুরু করে বক্তব্য পর্যন্ত সকল প্রোগ্রাম অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিল। এরপর আমার ধর্ম সংক্রান্ত বক্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন, সময়োপযোগী বক্তব্য মনে হয়েছে। আজ সত্যিই জগতকে বুঝানো আবশ্যক যে, ধর্মের উন্নত নৈতিক শিক্ষার সাহায্যেই আমরা একে অপরের অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হব। এরপর তিনি বলেন, জাপানি সমাজও পিতামাতা এবং সন্তানদের মাঝে দূরত্বের সমস্যায় জর্জরিত। সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এই তরঙ্গ প্রতিহত করতে পারছি না আর বলেন, আপনার উপদেশ আমরা নিজেদের সমাজেও প্রয়োগ করে এর থেকে কল্যাণ পেতে পারি আর আমি এই কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হব। তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মের বিষয়ে পূর্বেও আমার কোন মন্দ ধারণা ছিল না কিন্তু জলসার পরিবেশ দেখে যখন বয়আতের অনুষ্ঠানের মুহূর্ত আসে তখন আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারি নি আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা নির্মানের জন্য আমার হাত আপনার হাতে সঁপে দেওয়া উচিত। তাই আমিও বয়আতে অংশগ্রহণ করেছি। আমি আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করছি আর অঙ্গীকার করছি যে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃত সকল প্রচেষ্টায় আমি আপনাদের সাহায্য করব। (এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি বয়আত করেছেন, কিন্তু জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, আমি সব দিক দিয়ে আপনাদের সাথে আছি।)

আর্জেন্টিনা থেকে জুদিস সাহেবা নামক এক মহিলা এসেছিলেন, যার স্বামী দশ মাস পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করলেও তিনি নিজে খ্রিষ্টান। তিনি বলেন, পেশাগত দিক থেকে আমি একজন আইনজীবী আর জলসার বক্তব্যসমূহের মাঝে জামা'তের ইমামের সমাপনী বক্তব্য আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে (তিনি আমার বক্তব্যের বিষয়ে বলছেন) যেখানে তিনি বিশদরূপে এবং চমৎকারভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমি কিছুটা চিন্তিত ছিলাম আর কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম, আমার চিন্তা ছিল যে, এত বিরাট সংখ্যায় মানুষ একত্রিত হলে সেখানে অবশ্যই বাগ্‌বিতণ্ডা আর ঝগড়াঝাটি হবে, কিন্তু আপনাদের সমাবেশ আমাদের সমাবেশের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ছিল। মানুষের ভিড় এবং এত বড় সংখ্যায় একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা প্রেম, ভালোবাসা এবং শান্তিময় পরিবেশ বিরাজমান ছিল, মানুষের চেহারা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ছিল। এরপর তিনি বলেন, আমার এটিও ভয় ছিল যে, জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য আমাকে ইসলামী পর্দা করার কোন আবশ্যকীয় আদেশ না আবার দেওয়া হয় এবং বাধ্য না করা হয়। কিন্তু শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি নিজেকে আপনাদের মাঝে ইসলামী পর্দা ছাড়াই খুব স্বচ্ছন্দ অনুভব করেছি আর আপনাদের মহিলা এবং পুরুষরাও আমার সাথে খুব সম্মানজনক আচরণ করেছে, বরং আমার এমন অনুভূত হচ্ছিল যে, আপনারা অন্যদের তুলনায় আমার অধিক যত্ন করছেন।

লাইবেরিয়ার ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী কুপার ডব্লিউ কোরা সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার বিভিন্ন প্রোগ্রামের পরিবেশন এত চমৎকার পদ্ধতিতে করা হয়েছে যে, আমি এগুলোর মাঝে কোন ধরনের ঘাটতি দেখতে পাই নি। এমনকি জলসার ব্যবস্থাপনার কতক অংশ, যেমন- গণযোগাযোগ থেকে শুরু করে রান্নাঘর পর্যন্ত একে অপরের

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সাথে সংযুক্ত ছিল। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এই সকল ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবীদের দল সুসম্পন্ন করছিল, যারা ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশে একে অপরের সাথে মিলে কাজ করছিল। আমি আমার জীবনে এর পূর্বে নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা কখনো দেখিনি যেমনটা এই স্বেচ্ছাসেবীরা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। জলসার প্রোগ্রামের সময় অংশগ্রহণকারীদের একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রেরণা দেখার সুযোগ হয়েছে। উনচল্লিশ হাজারের অধিক লোকের জন্য এত বিশাল আকারের ব্যবস্থাপনায় কোন ধরনের অব্যবস্থাপনা ছাড়াই সমস্ত প্রোগ্রাম সাজানো অন্ততপক্ষে আমার জন্য অবাক করার মতো বিষয়।

এরপর উরুগুয়ের একজন মহিলা অতিথি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে'র (প্রাচ্য গবেষণার) প্রফেসর, তিনি বলেন, আমি ত্রিশ বছরের অধিক সময় ধরে মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ এবং দল সমূহের অধ্যয়ন করে চলেছি। আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করে দু'টি ব্যতিক্রমী বিষয় দেখেছি যা অন্য কোথাও দেখার সুযোগ হয় নি। প্রথম বিষয় হলো, জামা'তের মাঝে একতাবদ্ধতা আর এক নেতার মাধ্যমে ঐক্যের এমন দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখিনি। মুরব্বী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যারা ডিউটি করছেন, তাদের মাঝে খাবার পরিবেশনকারী হোক বা গাড়ির ড্রাইভার হোক, সকলে একটি ক্ষেত্রে এক-অভিন্ন আর তা হলো, প্রত্যেকে নিজ খলীফার সাথে আনুগত্য এবং নিষ্ঠার অসাধারণ সম্পর্ক রাখে। (অতএব এটি হলো সেই মান যা আমাদের বন্ধুদেরও দৃষ্টিগোচর হয় আর নিন্দুকদেরও চোখে পড়ে এবং এর ফলে বিদ্বেষপরায়ণরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করে আর এটিই সেই বিষয় যেটিকে আজ আমাদের সুরক্ষা করতে হবে, কাজের মাধ্যমেও আর দোয়ার মাধ্যমেও।) এরপর তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিষয় হলো, জামা'তে কোন ধরনের জাতিভেদ পাওয়া যায় না, তা জন্মগত আহমদী হোক অথবা নতুন আহমদীই হোক, তা আরব হোক অথবা অনারব, পাকিস্তানি হোক বা অ-পাকিস্তানি। আপনাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনা সকল ধরনের জাতিভেদ এবং জাতিগত বিদ্বেষ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়।

অতএব এই হলো সেই বৈশিষ্ট্য যা কেবল বাহ্যিকভাবে কয়েক দিনের জন্য প্রদর্শন করলে চলবে না বরং সর্বদা আমাদের মাঝে বজায় থাকা আবশ্যক। আর এটিই সেই শেষ বাণী ছিল যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন যে, কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের ওপর এবং কৃষ্ণাঙ্গের শ্বেতাঙ্গের ওপর আর কোন আরবের অনারবের ওপর এবং অনারবের আরবের ওপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান।

এরপর মরক্কো থেকে এক বন্ধু যিনি দর্শনের প্রফেসর, তিনি বলেন, জলসা থেকে আমরা অনেক উন্নত প্রভাব গ্রহণ করেছি। জামা'তকে খুব কাছ থেকে দেখার এটি এক বড় সুযোগ ছিল। আমরা এই আন্তর্জাতিক সমাবেশে জামা'তের অনেক সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা, কর্ম বিভক্তি এবং অতিথিদের সর্বোত্তম স্বাগত জানাতে দেখেছি। একইভাবে আহমদীয়া জামা'তের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয়ে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে যা ইসলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষার প্রতিচ্ছবি। এই জলসার মাধ্যমে বিরোধীদের অপপ্রচার ও মিথ্যাও আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। তারা এই ঐশী জামা'তের সাথে অযথা বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে মানবসেবার সৌভাগ্য দান করতে থাকুন।

এরপর গিনি কোনাক্রি থেকে আগত আলহাজ্জ মোহাম্মদ ওয়াকিল ইয়াতারা সাহেব, যিনি ধর্ম বিষয়ক ইন্সপেক্টর জেনারেল, তিনি বলেন, জলসার এই তিন দিনে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো, আহমদী সদস্যদের তরবিয়ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী করা হয়েছে আর সমস্ত আহমদী যারা এখানে একত্রিত হয়েছেন, মনে হচ্ছিল যেন এরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত এবং সবাই একই মায়ের সন্তান আর একই পরিবার থেকে এসেছে। অসাধারন শৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাসেবীদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, জলসাগাহে কাউকে কোন প্রকারের কষ্ট ছাড়াই যাতায়াত, এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা কোন স্বর্গীয় সৃষ্টি। এসব দেখে আমার মনে হচ্ছিল আজ যদি কোন জামা'ত ইসলামের প্রতীক হতে পারে তাহলে তা কেবল আহমদীয়া জামা'তই হতে পারে। তিনি আরো বলেন, অন্যান্য ইসলামী দেশ ছাড়া সৌদী আরবেও বহুবার যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে, এমন ইসলামী ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ আর কোথাও আমি দেখতে পাইনি। এটি বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধাও নেই যে, প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো মানুষকে এক স্থানে একত্রিত করা এবং অব্যাহতভাবে তাদের মাঝে ইসলামের শিক্ষার প্রচার করা আর কোন ধরনের ঝগড়াবিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়া কেবল আল্লাহ্ তা'লার রসূলের ভালোবাসায় এই দিনগুলো অতিবাহিত করা কেবলমাত্র আহমদীয়া জামা'তেরই অনন্য এক বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর আরেকজন বোন ফানতা ফুকানা ওমর সাহেবা, যিনি গিনি কোনাক্রিরকাস্টম এয়ারপোর্টের ল্যাফটেন্যান্ট, তিনি বয়আতও করেছেন এবং নব আহমদী, তিনি বলেন, যদিও আমি আহমদীয়া শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি কিন্তু হৃদয়ে এক ধরণের ভীতি ছিলযে, কোথাও আবার আমার কোন ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যায়নি তো? কেননা গিনিতে আহমদীয়া জামা'তের বিরোধিতা এবং জামা'তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারণা দেখে কখনো কখনো দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতাম। কিন্তু আজ যখন আমি যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেছি এখন আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার সমস্ত সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে আর জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, পৃথিবীতে আজ যদি কোন দল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাহলে তা কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই রয়েছে। তিনি আরো বলেন, জলসার ভিডিও যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি আমার পুরো পরিবারকে এই প্রকৃত সত্যের সাথে পরিচয় করানোর ইচ্ছা রাখি। শেষের দিকে তিনি দোয়ার আবেদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার পুরো পরিবারকে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন।

অতঃপর সানতাল মালা ফিতালী, যিনি বেনিনে বেরুনের কাউন্সিলর জেনারেল, তিনি বলেন, এর পূর্বে আমি ৫০তম জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। এখন আমি ৫৩তম জলসায় অনেক আনন্দ এবং হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতার অনুভূতির সাথে অংশগ্রহণ করেছি। আর পূর্বেও এটি অনুভব করতাম যে, এটি আধ্যাত্মিক এক পরিবেশ আর সেই একই আধ্যাত্মিক পরিবেশ আর সবার জন্য ভালোবাসা আজও রয়েছে। আর ছোট, বড়, আবাল বৃদ্ধবনিতা সবাই ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করে। আর ব্যবস্থাপনার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, আমার কাছে বর্ণনা করার মতো ভাষা নেই, আহমদীয়া জামা'তের স্বেচ্ছাসেবকদের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা নিজেই নিজের উদাহরণ। প্রতিটি জিনিস স্ব-স্ব স্থানে যেখানে তার থাকার কথা ছিল সেখানেই রাখা ছিল, আর প্রত্যেকটি জিনিস অনেক উন্নতমানের ছিল আর সকল স্বেচ্ছাসেবীর মাঝে বিনয়ী ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, সেবার প্রেরণায় তারা সমৃদ্ধ ছিল আর সকল প্রকার সেবা দিতে তারা উপস্থিত ছিল। আমি নিজেকেও এই পরিবেশের অংশ মনে করতে থাকি আর নিজেকে বহিরাগত মনে হয়নি। সেইসাথে বক্তৃতামালাও ছিল অনেক উন্নতমানের এবং শিক্ষামালায় ভরপুর। আতিথেয়তা অনেক উন্নতমানের ছিল। বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। প্রদর্শনীগুলোও অনেক উন্নতমানের ছিল। তিনি বলেন, আহমদীয়াতের ইতিহাসকে ভালোভাবে বুঝার জন্য এতে আমার অনেক লাভ হয়েছে। প্রদর্শনীগুলো অনেক তথ্যবহুল ছিল এবং আহমদীয়া জামা'তের সেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হওয়ারও সুযোগ হয়েছে।

কোমলেন পাত্রাস সাহেব, যিনি বেনিনের সাংসদ এবং অর্থ কমিশনের প্রধানও বটে, তিনি বলেন, আমি প্রথমবার আহমদীয়া জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণ করেছি এবং অনেক প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, আমি যখন বেনিন থেকে জলসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলাম তখন আমি ধারণাই করতে পারিনি যে, এত বড় এবং মহান জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি আর এই জলসায় সকল ধরনের এবং সকল পর্যায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কারো চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ প্রত্যক্ষ করি নি। তারা আমার অনেক যত্ন নিয়েছে, বিমান বন্দরে অবতরণ থেকে আরম্ভ করে আতিথেয়তার শেষ পর্যন্ত ছোটবড় সকলেই অসাধারণ সেবা প্রদান করেছে আর এমন মনে হচ্ছিল যেন সবাই নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে অতিথিসেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি আরো বলেন, কোন পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছাড়াই আপনারা কীভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা এবং বর্ণের মানুষের জন্য কোন প্রকার চিৎকার-চেঁচামেচি এবং ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা করলেন! আবার আমি চিন্তা করি, এত সংখ্যক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ থাকতেও কোন ঝগড়া বিবাদ হল না- কীভাবে এমনটি হতে পারে? তিনি বলেন, আমার চিন্তার ফলাফল হলো, যা কিছুই দেখা যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আহমদীয়া জামা'তের সাথে ঐশী সাহায্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে। অতঃপর বক্তৃতামালা সম্পর্কে, বিশেষ করে আমার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি খুবই জরুরী। এছাড়া প্রদর্শনীগুলো খুবই ভালো লেগেছে যেখানে আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। আহমদীয়াতের শহীদদের ঘটনা শুনে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছি আর আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

গ্যাবনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং সাংসদ জনাব পল বিউগে সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, একশ'র অধিক দেশ থেকে আগত সহস্র সহস্র মানুষের জলসায় অংশগ্রহণ করা আমার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের সবার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে বড় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর একটি দল দিনরাত পরিশ্রম করেছে এবং ছোটবড়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একে অপরের সেবার জন্য সদা প্রস্তুত ছিল আর কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। জলসার বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে আমি ইসলাম এবং বিশেষ করে আহমদীয়াত সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের দেশ গ্যাবুনে আহমদীয়া জামা'ত এখনো নতুন। আমি আহমদীদেরকেও অন্যান্য মুসলামানদের মতোই মনে করতাম কিন্তু যখন আমাকে জলসায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়া হয় তখন ভাবলাম, আমি নিজে গিয়েই দেখবো যে, তারা কেমন লোক? আহমদীয়াতের ইসলামও কী সেই ইসলাম যা আমরা টিভিতে দেখি, যারা পৃথিবীর শান্তিকে বিনষ্ট করছে? কিন্তুএখানে এসে আমি আপনাদের কর্মকাণ্ড দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। আপনারা পরিশ্রমী মানুষ। আপনাদের ইসলামই প্রকৃত ইসলাম যা বর্তমানে পৃথিবীর খুবই প্রয়োজন। আমার দেশের জন্যও এই ইসলামেরই প্রয়োজন।

অতঃপর গ্যাবুন থেকেই পাসদালো উদুনকা সাহেব এসেছেন যিনি সেখানকার পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের ডাইরেক্টর কেবিনেট। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ অত্যন্ত ভালো এবং আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল যা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। আমি জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে ভীষণ মুগ্ধ। একটি শিকলের ন্যায় ছোটবড় সকলেই সংঘবদ্ধ অবস্থায় কাজ করছিল। তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণের ফলে আমি কুরআন এবং বাইবেলে বর্ণিত শিক্ষামালার বাস্তব দৃষ্টান্ত অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছি। সবাই এক পরিবারের মতো অবস্থান করছিল। একইভাবে তিনি আমার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি আমাকে অসম্ভব প্রভাবিত করেছেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার এবং অনুধাবন করার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি মুসলমান নই কিন্তু এখন আমি নিজেকে মুসলমান মনে করি। একইভাবে জলসার দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং স্টল দেখারও সুযোগ হয়েছে যার ফলে আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর হ্যারি এলিগোনসা সাহেব নামক একজন মেহমান এসেছিলেন যিনি সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নতমানের ছিল। জলসার দিনগুলোতে আহমদীয়া জামা'তের স্বেচ্ছাসেবীরা, যাদের মাঝে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাই অন্তর্ভুক্ত, সকল শ্রেণি পেশার সাথে সম্পর্কিত ছিল। তারা এক খলীফার আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আহমদীয়া জামা'তের একটি উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা আর এই লক্ষ্যে তারা অহর্নিশি পরিশ্রম করে চলেছে যার বিপরীতে পৃথিবীর অন্যান্য সংগঠনের মাঝে এমন উচ্চমার্গের নিষ্ঠার অভাব রয়েছে। তিনি আরো বলেন, আপনারা ইসলামের যে উত্তম শিক্ষামালা উপস্থাপন করেন তা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ছিল আর এসব শিক্ষা ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল যা মানুষ আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে বলে থাকে এবং নিজের অজ্ঞতা ও জ্ঞানস্বল্পতার কারণে আহমদীয়া জামা'ত সম্বন্ধে যেসব আজে বাজে কথা বলে। এই সুযোগে আমি আমার এবং নিজ দেশের পক্ষ থেকে এই সফল জলসার আয়োজনের জন্য আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আর আমি আহমদীয়া জামা'তকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমার দেশেও এই শিক্ষামালা এবং ভালবাসা ছড়িয়ে দিন। আমার দেশ যেটি কিনা কয়েক বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষে এখন শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই শিক্ষামালার মাধ্যমে দেশটিতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ আমার কাছে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এখন থেকে আমি প্রতি বছর এই জলসায় অংশগ্রহণ করে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করবো এবং সেজন্য আমি দোয়াও করি। তিনি আরো বলেন, এখন আমি ফিরে গিয়ে আহমদীয়াতের এই সংবাদ অন্যদের কাছেও পৌঁছাবো যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম। অতঃপর আন্তর্জাতিক বয়আতের বিষয়ে বলেন যে, এটি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি আহমদী নই কিন্তু আপনি যখন বয়আত নিচ্ছিলেন সেসময় আমি নিজে নিজে ওয়াদা করি যে, আমি আমার দেশে যতটা পারি এই জামা'তের সাহায্য করবো। আমার সাথে তার সাক্ষাৎও হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেন, এখন থেকে আপনি আমাকে সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এ নিজের দূত মনে করতে পারেন।

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

প্যারাগুয়ের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফারনাণ্ডোস গ্রিফেন সাহেব এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এটি দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে যে, অসংখ্য লোক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা প্রদান করছিল এবং এক-অভিন্ন লক্ষ্যে সবাই মিলে কাজ করছিল। আমি মনে করি, দেশ হিসেবে প্যারাগুয়ে আপনাদের জামা'তের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। এরপর আমার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, তিনি শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অনেক জোর প্রদান করেছেন। এছাড়া নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখার প্রতি তাগিদ প্রদান করেন। আর বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার আলোকে যে বক্তৃতা প্রদান করা হয় তা তার খুবই পছন্দ হয়। এছাড়া ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি অস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও খুবই উন্নত মানের ছিল।

মস্কো থেকে আগত ইলদার সাফন সাহেব জলসায় অংশগ্রহণের পর বলেন, আমাদের পুরো পরিবার মস্কো থেকে প্রথমবারের মতো জলসায় অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছে। আমাদের কাছে জলসা সালানা খুবই ভালো লেগেছে আর আমরা আগামী অনেক দিন পর্যন্ত এটি স্মরণ করবো এবং নিজ বন্ধুদের সাথেও এই স্মৃতি ভাগাভাগি করবো। সকল ব্যবস্থাপনা খুব ভালো ছিল। স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ খুব ভালো লেগেছে আর তারা সদা হাস্যোজ্জ্বলভাবে সেবা প্রদান করেছে। সব সময় হাসিমুখে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ছোট ছোট শিশুদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। তিনি বলেন, সকল ক্ষেত্রে আমাদের এমনভাবে যত্ন নেয়া হয়েছে যা দেখে মনে হয়েছে, তারা আমাদের খুবই আপন।

অতঃপর মওরো হেনরি নামে ব্রাজিলের একজন অতিথি এসেছিলেন যিনি পেট্রোপলিকস্ সিটি কাউন্সিলের সভাপতি। তিনি বলেন, এই মহান ইসলামী সালানা জলসায় আমি ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে খুবই আনন্দিত। যুগ-খলীফার সকল বক্তৃতা প্রকৃত ইসলামের জন্য পথিকৃৎ। তাঁর কথা নিজেই হৃদয়ে ঘর করে নেয়।জলসার তিনটি দিন আমি আধ্যাত্মিকতার পরিবেশে পার করেছি, আর কোনরকম ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করি নি। জলসায় নামাযের দৃশ্য আমার জন্য অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক এক দৃশ্য ছিল যে, সবাই একই শব্দে উঠছে-বসছে।' তিনি মুসলমান নন কিন্তু সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'এছাড়া আরও একটি বিষয়, যা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে, যা না বলে আমি থাকতে পারছি না, তা হলো– যখনই খলীফা কোন স্থানে আসেন, তখন হাজার হাজার লোকের সমাবেশও তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে যায়, কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। এথেকে বোঝা যায়, কেবল ব্যবস্থাপনাতেই নয়, বরং সকল সদস্যের হৃদয়ে নিজেদের খলীফার প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আর এসব স্মৃতি নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি।' এরপর বলেন, 'আমি যা উপলব্ধি করেছি, তা আমি আমার প্রতিষ্ঠান ও কাউন্সিলে গিয়ে ছড়িয়ে দেব যে, প্রকৃত ইসলাম আসলে এটি-ই।'

এরপর ইকুয়েডর থেকে আসা অরলি মেসিয়াস, যিনি তার এলাকার বিশপ, তিনি বলেন, 'জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নতমানের ছিল। খাবার যদিও আমার জন্য ভিন্ন রকমের ছিল, কিন্তু আমার তা ভালো লেগেছে। জলসার পরিবেশ বড়সড় পারিবারিক এক দাওয়াতের মতো ছিল, যেখানে নিজেকে অপরিচিত মনে হচ্ছিল না, আর একে অপরকে না চেনা সত্ত্বেও একটা আপন ভাব ও শান্তি অনুভূত হচ্ছিল। খলীফার বক্তৃতাবলীতে সেই সমস্ত জরুরি বিষয় বিদ্যমান ছিল যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক।

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

তাঁর বক্তৃতার যে দিকটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো– তিনি কোন জাতি বা ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক কথা একেবারেই বলেন নি, বরং তিনি ইসলামের খাঁটি ও ইতিবাচক শিক্ষার উপরই পূর্ণ জোর প্রদান করেছেন। জামা'তের ইমাম তাঁর বক্তৃতাবলীর মাঝে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন খোদা জিজ্ঞেস করবেন যে 'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে আহার করাও নি, কিংবা আমি পিপাসার্ত ছিলাম আর বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে পানি পান করাও নি বা পোশাক দাও নি। একই কথা বাইবেলেও বর্ণিত হয়েছে, যা আমার মনে দাগ কেটেছে; আর তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই সকল শিক্ষা এক খোদার পক্ষ থেকেই এসেছে।' আল্লাহ্ তা'লা তাকে এটা বোঝারও সৌভাগ্য দান করুন যে, এসব শিক্ষা যেই খোদার পক্ষ থেকে এসেছে, তিনি-ই মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন, আর তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার মান্যকারী হোন। তিনি বলেন, 'আমি যখন এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য ঘর থেকে বের হই, তখন আমার ধারণায় ইসলাম একটি ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখেছি যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং এটি এক মহান ভ্রাতৃত্ব, একটি পরিবার। আমি ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব-ব্যবস্থা এবং নিজেদের ধর্মের প্রতি আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কুরবানীকে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি।' এরপর আন্তর্জাতিক বয়আত সম্পর্কে বলেন, 'প্রথমে আমি কেবল এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই অনুষ্ঠানটি সকল অংশগ্রহণকারীর কাছেই বিশেষ গুরুত্ববহ। কিন্তু যখন বয়আত শুরু হলো তখন কেউ একজন আমার কাঁ ধে নিজের হাত রেখে দেয়, আর আমিও আমার সামনের জনের কাঁধে হাত রেখে দিই; তখন আমি এক বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো অনুভব করি, যা সব অংশগ্রহণকারীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম যে, আহমদীরা এই বয়আতের পর নিজেদেরকে পুনরুজ্জীবিত অনুভব করছিল; আর এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা এক নতুন জীবন লাভ করেছে। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তারা আমাকে এই জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেছেন আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে আমাকে পরিচিত করেছেন; আর এখন আমি বিশেষভাবে এটা অনুভব করছি যে, গুটিকতক মানুষের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা ইসলাম ধর্মকে ভ্রান্ত মনে করা উচিত নয়।' এছাড়া তিনি আরও একটি বিষয় লিখেছেন যা আমি ভাষান্তর বিভাগের জন্য বলে দিচ্ছি, কিংবা বলা যায় একটি ঘাটতি রয়েছে যা আমাদের পূরণ করা প্রয়োজন; বিশেষত এমটিএ-র ভাষান্তর বিভাগের। তিনি বলেন, এছাড়া স্প্যানিশ অনুবাদের বিষয়ে আমি বলছি যে, স্প্যানিশ অনুবাদ কেবল চেয়ার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোথাও বসতে চাইতো তাহলে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে চলে যেত আর অনুবাদ ও শব্দ শুনতে পেত না। স্প্যানিশ অনুবাদের সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুধু স্প্যানিশই নয়, বরং অন্যগুলোও চেক করা উচিত; এই অতিথিদের মাধ্যমে আমরা আমাদের কিছু ঘাটতি সম্পর্কেও জানতে পারি।

অনুরূপভাবে স্লোভেনিয়া থেকে বারবারা উচে সাহেবা এসেছিলেন; তিনি খ্রিষ্টধর্ম বিষয়েরএকজন অধ্যাপিকা। তিনি বলেন, 'এমন ইসলাম আমি কখনো দেখি নি, যেমনটি আহমদীয়া জামা'ত উপস্থাপন করে। জলসা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি এক নতুন ইসলাম দেখছি। আপনাদের জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো এবং উন্নত– না কোন সমস্যা, না কোন ঝগড়া-ঝাটি, আর না কোন ময়লা; আমি এতে খুবই প্রভাবিত হয়েছি।' তারপর বলেন, 'হযরত ঈসার ব্যাপারে আহমদীয়া জামাতের অবস্থান, অর্থাৎ ক্রুশীয় ঘটনা, তাঁর হিজরত ও মৃত্যু ইত্যাদি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।'

বসনিয়ার একটি পরিবার অংশ নেয়, এই পরিবারের কর্তা সিনাইজ বেইজিক সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, বর্তমানে একজন সাংসদ। তিনি বলেন, 'আমি সর্বপ্রথম এজন্য আহমদীয়া জামা'তের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, জামা'ত আমাকে ও আমার পরিবারকে এক শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে কয়েকটি দিন কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসার সৌন্দর্য ও আয়োজনের সুচারু রূপ বর্ণনার ভাষা আমার কাছে নেই। আয়োজকরা প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; আর প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী হাসিমুখে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। হিউম্যানিটি ফার্স্টের প্রদর্শনীতে আমাকে জানানো হয় যে, এই পুণ্যকাজের সূচনার কারণ ছিল আমার দেশ, যেখানে যুদ্ধ চলাকালীন আহমদীয়া জামা'ত অকুণ্ঠ সেবা উপস্থাপন করেছিল এবং আজও করে চলেছে। এই সমস্ত বিষয় ছাড়া আরও একটি বিষয়, যা আমাকে ও আমার পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে,' একথা বলতে গিয়ে তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করেন যে, 'এই সাক্ষাৎ খুব ভালো লেগেছে'; আমার সাথে যেই সাক্ষাত ছিল, সেটি। তিনি আরো বলেন, 'আজ আমি একথা ঘোষণা করছি যে, আমার পক্ষথেকে আজীবন এই বন্ধুত্ব ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রক্ষা করা হবে এবং বসনিয়াতে ও বসনিয়ার বাইরেও সাধ্যমত এই জামা'তের সাথে সবরকম সহযোগিতার জন্য আমি নিজেকে উপস্থাপন করছি।'

এরপর মুনেস সিনানোভিচ সাহেব, তিনি স্লোভেনিয়া থেকে এসেছিলেন; তিনি একজন লেখক এবং জন্মগত মুসলমান, কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে তার কখনো আগ্রহ ছিল না। নামমাত্র মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, 'গত দু'বছর থেকে ইসলামের ব্যাপারে আমি পড়াশোনা শুরু করি আর নামাযও পড়া শুরু করি, কিন্তু কোন ইমামের পিছনে কখনো নামায পড়ি নি। জামাতে নামায পড়ার যে আনন্দ, তা আমি এখানে এসে দেখলাম যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আনন্দ। গত দু'বছর ধরে আমি যখন ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করি, তখন আমি কোন ইসলামী গোষ্ঠী বা ইসলামী পন্থা অনুসরণ করি নি, বরং নিজের বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করেছি। যাহোক, যখন আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমার মনে হয়, আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা তেমনটিই, যেমনটি আমি নিজে ইসলাম সম্পর্কে বুঝতাম, অর্থাৎ সবকিছু প্রকৃতিসম্মত।' আরেকটি বিষয় যা তার ভালো লেগেছিল তা হলো, আহমদীরা তা-ই করে যা তারা বলে; আর এটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জও বটে, যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের কথা ও কাজ এক হওয়া উচিত; যা আমরা বলি, সেটি-ই যেন করি।

একজন রাশিয়ান অতিথি ইযত সাহেব বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশ নিয়েছি। আমার দাদা আমাকে জলসায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এবার জলসায় আসার জন্য তার দাদা তাকে বলেন, তোমাকে যেহেতু আহমদীরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাই যাও। তিনি বলেন,সত্য কথা হলো, আমি এই জামা'তের সদস্যদের দেখে খুবই অভিভূত। জলসায়অংশগ্রহণকারী সকল আহমদী সর্বদা উত্তম আচরন প্রদর্শন করে, সর্বদা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং সকল সমস্যায় উত্তম পরামর্শ প্রদান করে।

হল্যান্ড থেকে একটি দল এসেছিল। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়ান বোম্বেল সাহেব, যিনি একজন সাবেক সংসদ সদস্য। একজন সুপ্রসিদ্ধ মনোবিদ মহিলাও এসেছিলেন। যে সাবেক সংসদ সদস্য এসেছিলেন তিনি বলেন, জামা'তকে আমি খুব ভালোভাবে জানি। ইতিপূর্বেও আমি জলসায় অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু এবারও ব্যবস্থাপনা অনেক প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। এখনও এই বিষয়টি আমার বোধগম্য নয় যে, সেচ্ছাসেবীদের দল কীভাবে সকল ব্যবস্থাপনা এত সুচারূরুপে সুসম্পন্ন করে।

ইরানি বংশোদ্ভুত এক মহিলা মিস মাকিতা সাহেবাও জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে খুবই প্রভাবান্বিত ছিলেন। বিশেষকরে এই বিষয়টি দেখে তিনি খুবই অবাক হয়ে যান যে, জামা'ত এত বড় জায়গা কিভাবে পেল আর কিভাবে এত বড় ব্যবস্থাপনা চলছে। তাকে হযরত সালমান ফারসীর বরাতে পরিচয় তুলে ধরা হয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের ব্যাপারে তার সাথে তবলীগি বৈঠকও হয়। যাহোক তার উপর এগুলোর সুপ্রভাব পড়ে আর তিনি এখান থেকে সুগভীর প্রভাব নিয়ে ফিরে যান।

ইতালী থেকে ওয়াসকোস সাহেব এসেছিলেন যিনি নেপলেস ইউনিভার্সিটির

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

ইসলামী ফিকাহ্ এবং শরীয়ত বিষয়ের প্রফেসর। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ আমার জন্য অনেক ফলপ্রসূ হয়েছে। আমি আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সমাপনী বক্তৃতা শুনেছি আর তা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। বিশেষত যখন তিনি পরিবার এবং সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে এবং বিশেষ করে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে বলেছেন। আমি আন্তর্জাতিক বয়াতেও অংশ নিয়েছি আর এই অনুষ্ঠানটিতে আমি অনেক আবেগ আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম।

ইতালী থেকে মেডালিনা সাহেবা এসেছিলেন, যিনি ভ্যাটিকানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী ও আরবী বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানা খুবই ভালো, মনোমুগ্ধকর, শান্তিপূর্ণ এবং প্রেম-প্রীতিতে পূর্ণ ছিল। সকল ব্যবস্থাপনাই উৎকৃষ্টমানের ছিল, বক্তৃতামালা খুবই ভালো ছিল এবং কেবলমাত্র আহমদী সদস্যদের জন্যই নয় বরং সকল অতিথিদের জন্যই জ্ঞান বৃদ্ধি করার মতো ছিল। অধিকন্তু আহমদীয়াত তথা ইসলামের পরিচয় সংক্রান্ত যেসব কথা ছিল সেগুলো খুবই ভালো ছিল।

এরপর একজন ছিলেন জোয়াদ বোলামেল সাহেব, যিনি ফ্রান্সের মিনিস্ট্রি অফ জাসটিস-এ কাজ করেন। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। আপনাদের জামা'তকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। জলসার দিনগুলোতে IAAAE এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর প্রদর্শনীতে গিয়ে এবং আপনাদের জামা'তের দাতব্য ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। প্রকৃত ধর্ম এটিই যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবা করা হয়। তাছাড়া আমি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যবস্থাপনা দেখেও অনেক প্রভাবিত হয়েছি। সকল ব্যবস্থাপনাতেই বেশ পেশাদারিত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল।

স্পেনের প্রতিনিধি দলে একজন মেহমান ছিলেন সুজানা মোরালস সাহেবা। তিনি পেশায় একজন আইনজীবি। তিনি ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে- স্লোগানের উল্লেখ করে বলেন, আমার মতে এই বাক্য এই সুন্দর সম্মেলনেরই প্রতিচ্ছবি। আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে পরস্পর মিলিত হতে দেখেছি। এটি এমন একটি ধর্ম যাকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে এই কয়েকটি দিন আমার হৃদয়পটে সর্বদা অঙ্কিত থাকবে, আমি এগুলোকে কখনো ভুলতে পারবো না।

ব্রাজিল থেকে একজন বন্ধু ডন ফ্রান্সিসকো সাহেব এসেছিলেন যিনি একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান এবং পত্রিকা ও রেডিওর মালিক, আর রাজপরিবারের সাথেও তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মীয় বিষয়াদিতে আমার সংশ্লিষ্টতা থাকে কিন্তু জলসাতে যেই সুন্দর ব্যবস্থাপনা আমি লক্ষ্য করেছি তা অনেক প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল। আমি অনেক বিষয় শেখার সুযোগ পেয়েছি। আর আমি নিজের মাঝে এক পরিবর্তন অনুভব করছি। তিনি বলেন, আমি ভারতের একটি মসজিদে আমার স্ত্রী সহ গিয়েছিলাম। সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনেক খারাপ আচরণের আমি সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু এখানে জলসা সালানার সময় এবং পরেও অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা আমি পেয়েছি।

স্পেনের সোসালিস্ট পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য এসটিকো সাহেব বলেন, আমি নিজেকে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে মনে করি কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত কর্মের মাধ্যমে ভালোবাসার প্রচার করে থাকে, যার কারণে আমি জামা'তের নিকটে এসে গেছি। গতকালের বয়আত আমার মাঝে উন্নত আবেগের জন্ম দিয়েছে। তাই আমি এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কারণে খুবই আনন্দিত। এই দিন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন।এই দিনগুলোতে আমি অনুভব করেছি যে, আমি একজন আহমদী যারা পৃথিবীতে শান্তি ও প্রীতির আকাঙ্ক্ষী এবং এর ওপর তারা আমল করে।

বাংলাদেশ থেকে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিজাম উদ্দীন সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমদী নই কিন্তু আহমদীরা মুসলমান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীদের ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যাচার হচ্ছে। মানবাধিকার কর্মী হিসেবে মানবিক সহানুভূতির কারণে আমি আহমদীদের সমর্থন করি। বিভিন্ন দেশে আমি সফর করেছি। প্রত্যেকেরই নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে। আমি তাদের মাঝে শৃঙ খলা দেখেছি। জামা'তের সদস্যদের মাঝে তাদের খলীফার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের তৃষ্ণা দেখার মতো ছিল। আমি সব বক্তৃতা অনেক মনোযোগের সাথে শুনেছি, যার কারণে আমার নিজের কিছু ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়েছে। আহমদীদের উচিৎ তারা যেন বেশি বেশি কথা বলে যেন তাদের ব্যাপারে যেসব ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা দূর হয়। পূর্বে আমিও মনে করতাম যে, আহমদীরা রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মনে করে না। কিন্তু এটি সঠিক নয়, এখানে এসে আমি তা বুঝেছি। মোটকথা, আমি এই জলসা থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি সবার, বিশেষভাবে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উফরে তিনি একজন খ্রিষ্টান ক্যাথলিক ফিরকার লোক, বিজ্ঞানী এবং ব্রিটিশ সোসাইটি অব টিউরিন শ্রাউড এর সাবেক সম্পাদক। তিনি বলেন, আমি নিয়মিতভাবে জলসায় পাঁচ বছর ধরে আসছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই জলসা তার আবেগঘন দোয়ায় সেই স্পৃহাকে নিঃশেষ হতে দেয় নি যা আমি এই জলসার পরিবেশে তখনও অনুভব করেছিলাম যখন আমাকে প্রথমবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি শ্রাউড অফ টিউরিন এর একজন বিশেষজ্ঞ আর এটি এমন এক কাপড় যা আহমদীয়া জামা'তে অত্যন্ত আকর্ষণ রাখে কেননা তাদের ধারণামতে এটি একটি প্রমাণ যে, মসীহ্‌র মৃত্যু ক্রুশে হয়নি। তা সত্ত্বেও এ বিষয়টি তাদেরকে এ কথায় বাধা দেয় না যে, তারা এর বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানায় যারা এই বিষয়ে একমত যে, এই ছবিটি একজন মৃত ব্যক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করে। আর তারাএ ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে, তারা কোন ধর্মের অনুসারী। কিন্তু তারপরেও তারা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ যে, এটি মধ্যযুগে বানানো হয়েছিল আহমদীদের এই বিশ্বাসের পরিপন্থি নয় যে, মসীহ্ বেঁচে গিয়েছিলেন এবং এরপর কাশ্মীরে হিজরত করেছিলেন। তিনি নিজের বিশ্বাসের কথা বলছেন যে, আমারও আহমদীদের মতো একই বিশ্বাস।

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স এর এই প্রদর্শনী আহমদীদের খোলা মন, শান্তিপ্রিয়তা ও পরম ধৈর্যশীল প্রকৃতির প্রমাণ বহন করে। তিনি আরো বলেন, এখানে আমাদের বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে, গোল টেবিল বৈঠকও হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ডাক্তার সাহেব একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন যিনি ট্রমা বিষয়ক সার্জন হিসেবে কাজ করছেন আর এবারই প্রথম আহমদী বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি এই বৈঠকে যোগ দেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বিপুল জ্ঞান তাঁর যুক্তি-প্রমাণকে আরো দৃঢ় করে যা তিনি সেই ব্যক্তির বেঁচে যাওয়া সম্পর্কে উপস্থাপন করছিলেন যিনি কাফনের মাঝে ছিলেন। তিনিও ভীষণ প্রভাবিত ছিলেন।

এরপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শ্রাউড অব টিউরিন কমিটির সরকারি সদস্য পিটার উইলিয়াম সাহেব বলেন, এটি আমার (জীবনের) প্রথম জলসা। আক্ষেপ, আমি এর আগে জলসায় যোগদান করতে পারি নি। আমি এরকম আরো বহু জলসাতে অংশগ্রহণ করতে চাই আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য জলসাতে অবশ্যই আসব। কিন্তু আমি এই সমাবেশের ফলে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। এত বিশাল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিত হওয়া, অতঃপর এত নিরলস পরিশ্রম করা এবং এত প্রেম-প্রীতি সহকারে সবকিছু হওয়া, টিউরিনের প্রদর্শনীর জন্য এত পরিশ্রম করা আর সর্বোপরি এত আন্তরিকভাবে আহমদীয়া জামা'তের এই প্রদর্শনীর আয়োজন করাএ কথার প্রমাণ বহন করে যে,তারা এ সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী অথচ আমরা নিজেরাও এটিকে এখন পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝিনি।

এরপর কানাডার অ্যাবরোজিন্যাল (উপজাতি) কমিউনিটির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। অ্যাবরোজিন্স এর প্রতিনিধি চীফ মেয়াঙ্গাম হেনরী বলেন, জলসা সালানাতে অংশগ্রহণ আমার জন্য অনেক গুরুত্বহ ছিল, কেননা এর ফলে

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামনা-বাসনার শির্‌ক এড়িয়ে চলারও প্রয়োজন আছে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

যুগ খলীফার বাণী

প্রকৃত সফলতা লাভ এবং জীবনের স্বার্থকতা পূরণের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা জরুরী।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

আমার জীবন বদলে গিয়েছে। এখন আমি ইসলাম সম্বন্ধে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি জানি। আর আমি এটিও অনুভব করেছি যে, ইসলাম এবং কানাডার প্রাচীন ধর্মসমূহের মাঝে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আমার জন্য এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, ইসলাম নারীদেরকে সমান অধিকার প্রদান করে। প্রথমে আমি সর্বত্র কেবল পুরুষদেরই দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারি যে, পুরুষদের মতোই মহিলাদেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এটি এমন একটি ব্যাপার যা সম্বন্ধে বহু অমুসলিম অবগত নয়। অতএব আমি তাদেরকে অবহিত করব যে, ইসলাম নারী-পুরুষদের অধিকারে বৈষম্য করে না আর তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন, এরও প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং বলেন যে, এই সাক্ষাতে আমি অনেক প্রভাবিত হয়েছি।

অনুরূপভাবে চীফ রেইন ওয়ারেন শেবোয়ের জলসা সালানায় অংশগ্রহণের পর বলেন, আমি এই বিরাট জলসায় বক্তৃতা দানের সুযোগ লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে, ইসলাম এত শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি প্রেম-প্রীতির শিক্ষা দানকারী ধর্ম। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা হলো আহমদীয়া জামা'তের

ইমামকে অ্যাবরোজিন্যাল (উপজাতি) কমিটির শীর্ষতম সম্মাননায় ভূষিত করি অথবা দেওয়া উচিত। তাই আমি আমার এই মনোবাসনা আমার মেযবান বা অতিথিসেবকদের সামনে ব্যক্ত করলাম আর তা পূর্ণ করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি আমার মাথার মুকুট, যা বাজ পাখির পালক দিয়ে বানানো, অর্থাৎ পালকের তৈরি যে মুকুট তারা পরিধান করে তার কথা বলেন যে, তা থেকে বাজ পাখির একটি পালক যা আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস, সেটি বের করে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সম্মানে উপস্থান করব, আর এটি এমন একটি সম্মাননা যা আজ পর্যন্ত আমি কোন নেতাকে দিই নি। আমি আহমদীয়া জামা'ত এবং তাদের বিশ্বাসকে অনেক শ্রদ্ধা করি। তারপর তিনি আমার সাথে সময় কাটানোর কথা উল্লেখ করে বলেন, আমার খুব ভালো লেগেছে আর সাক্ষাতের এক পর্যায়ে তিনি সেই পালক আমাকে দিয়েছিলেন।

বেলিজের একজন অতিথি ছিলেন ভেনেট্রিয়ো, যিনি লাভ এফএম চ্যানেলের ডিরেক্টর অব নিউজ। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের মাঝে যে একতা লক্ষ্য করেছি তা মানবজাতির মাঝে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টিকারী। এটি দেখে হৃদয়ে শান্তি লাভের এক অদম্য বাসনা জাগে। আমাদেরকে অনেক যত্ন করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ছিল। আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তব্য নিতান্তই সময়োপযোগী ছিল। মহিলাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া আপনার ভাষণটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং এই অভিজ্ঞতা আমাকে ইসলাম ধর্মকে আরো বেশি উপলব্ধি করার যোগ্য করে তুলেছে। জলসায় অংশগ্রহণ করার সুবাদে আমি আহমদীয়াত ও এর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেছি এবং এতে আমার অনেক উপকার হয়েছে।

তারপর বেলিজ থেকে আগত সেখানকার পুলিশ কমিশনার চেস্টার উইলিয়াম সাহেব বর্ণনা করেন, ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমি মনে করতাম, মুসলমানরা সবাই একই রকম। কিন্তু এখন বুঝলাম যে, আরো বিভিন্ন ফির্কা রয়েছে। প্রশংসনীয় বিষয় হলো, আহমদীরা শান্তিকে প্রাধান্য দেয় এবং যুবকদের সংশোধনার্থে অনেক সময় ব্যয় করে।

আমেরিকা থেকে সরকারীভাবে কংগ্রেস কর্মকর্তা এবং এছাড়া ইউএস কমিশনের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন। একইভাবে চায়নার উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। তিনি বলেন, আমি জলসা সালানা ইউ.কে এবং ইউ.এস.এ দু'টিতেই অংশগ্রহণ করেছি আর জামা'তের সদস্যরা যেভাবে মিলেমিশে কাজ করে, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। সমগ্র জামা'তী স্বেচ্ছাসেবীদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা অনেক প্রভাববিস্তারী ছিল। এই জলসা তরুণ সমাজকে একতার পানে ধাবিত করেছে এবং ঐক্যের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে এই ছিল তার প্রতিক্রিয়া।

বাকি অংশটুকু আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর্জেন্টিনার একজন সাংবাদিক মেহমান ছিলেন, তার কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, সাংবাদিক হিসেবে আমি বিভিন্ন ইভেন্টে যোগদানের সুযোগ লাভ করে থাকি কিন্তু আপনাদের জলসাতে একটি অসাধারণ বিষয় লক্ষ্য করেছি আর তা হলো, সকল অংশগ্রহণকারী এবং সদস্যবৃন্দকে একইসাথে অতিথিসেবক দলের সদস্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ তারা অংশগ্রহণকারীও আবার পাশাপাশি আয়োজকও। তিনি বলেন, অথচ অন্যান্য ইভেন্টে স্পষ্টভাবে মেযবান এবং মেহমানদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, বরং এই পরিসরের ইভেন্টের আয়োজনের জন্য বাহির থেকে লোক ভাড়া করা হয় কিন্তু আপনাদের জলসাতে মনে হচ্ছিল যেন সকল অংশগ্রহণকারী একযোগে মেহমান হওয়ার পাশাপাশি মেযবানও বটে। প্রয়োজন হলেই মেহমান (অতিথি) মেযবানে (আপ্যায়নকারী) রূপান্তরিত হয়ে যেত আর এটি এমন এক সৌন্দর্য্য যা আমাদের সকল জলসায় সর্বদা দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত।

কলম্বিয়ার একজন সাংবাদিক এবং উকিল জেসাস কেবালাম বলেন, মানবাধিকার সম্পর্কে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তব্য আমার খুব ভালো লেগেছে। সাংবাদিক হিসেবে পৃথিবীর বড় বড় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে, আর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা হলো ইসলামের অনুপম শিক্ষার সাথে কলম্বিয়ার লোকদের পরিচিত করার জন্য আহমদী মিশনারীদেরকে যেন সেখানে প্রেরন করা হয়, যেটির এই মুহূর্তে আমাদের দেশের ভীষন প্রয়োজন রয়েছে।

অনুরূপভাবে উগাণ্ডার বি বি এস টি-এরসি ই ও বলেন, আমি সুশৃঙখলভাবে এত বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। কোন সেনা বা পুলিশ ছিল না। আমি একজন খ্রিষ্টান। জলসায় 'জেসাস ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রদর্শনী দেখেছি। সেখানে একজন ব্যবস্থাপকের সাথে ঈসা (আ.) সম্পর্কে কথা হয়েছে। তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে এমন সব কথা বলেছেন যা পূর্বে আমি কখনো শুনিনি। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি যে, আহমদীদের কাছে তো বাইবেলের জ্ঞান খ্রিষ্টানদের চেয়ে বেশি আছে।

এরপর বলিভিয়ার একজন টিভি উপস্থাপক আরন্দিয়া সাহেব যিনি বিভিন্ন টিভি শো করেন, তিনি বলেন, (জলসা) এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। এর পূর্বে আমার কানাডার সালানা জলসাতেও অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। এসব জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। জলসার পরিবেশ এবং এতে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহ ইসলাম সম্পর্কে আমার সর্বপ্রকার সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করে দিয়েছে।

ইউক্রেনের একজন বন্ধু ছিলেন ইগর সাহেব, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী। তিনি পি এইচ ডি করেছেন এবং একজন ডক্টর, তিনিও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি দুটি বইও রচনা করেছেন। আহমদীয়া জামা'তের বই-পুস্তক ভালোভাবে অধ্যয়নও করেছেন তিনি। জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি বয়াতও গ্রহণ করেন। তিনি ইউক্রেন জাতির প্রথম আহমদী। তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমার জীবনে আমি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত বহু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, জলসা ও বৈঠকে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু সালানা জলসায় অংশগ্রহণ আমার হৃদয় ও আত্মায় এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যা এ জীবন থেকে নিয়ে পরজগতে যাওয়া পর্যন্ত অটুট থাকবে। এরপর বলেন, আরবী ভাষায় খুব প্রিয় একটি শব্দ হচ্ছে নূর যার অর্থ আলো। সালানা জলসা ঈমান ও ভালোবাসার সেই আলো যা পুরো মানবতাকে স্বীয় সত্তায় আলোকিত করে। এরপর বলেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা সমূহের মাধ্যমে আমি এটি বুঝতে সমর্থ হয়েছি যে, এ পৃথিবীতে আমার উপস্থিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। এছাড়া ব্যবস্থাপনার কাজেরও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন যে, প্রত্যেকেই খুবই পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন।

অনুরূপভাবে মেক্সিকো থেকে আগত একজনের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করছি। মারিয়া সাহেবা নাম্নী এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের কেবল দুই মাস অতিবাহিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, আমার সব সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। এ জলসায় অংশগ্রহণ একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল। জলসায় অংশগ্রহণের কারনে আমি এ বিষয়ে গর্বিত যে, আমি একজন মুসলমান। আর আজ আমি এ বিষয়ে অঙ্গীকার করেছি যে, এখন থেকে আমি গর্বের সাথে নিজের হিজাব পরিধান করব এবং সর্বদা ব্যবহার করব।

প্যারাগুয়ের একজন নবদীক্ষিতা বলেন, (জলসা) খুব ভালো ছিল, আমি আপনার বক্তৃতা সমূহ শুনেছি, এগুলো সবই পালনীয়। আমার বক্তৃতামালা সম্পর্কে বলেন, আমার মনে যেসব প্রশ্ন ছিল সেগুলোর আমি উত্তর পেয়ে

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিবেশের মানুষকে ইসলামের গুণাবলী সম্পর্কে অবগত করতে হবে। (সমাপনী ভাষণ, জলসা সালনা বেলজিয়াম, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

গেছি। আর আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন আপনি আপনার বক্তৃতা আমার প্রশ্নসমূহ দৃষ্টিতে রেখে প্রস্তুত করেছেন এবং আমি আধ্যাত্মিকভাবে অনেক জ্ঞান নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছি।

এটিও আল্লাহ্ তা'লারই কাজ যে, তিনি এরূপ বক্তৃতা তৈরীরও তৌফিক দেন আর মানুষের ওপর এর সুপ্রভাবও পড়ে।

এরপর প্রেস ও মিডিয়ার রিপোর্ট রয়েছে, বাকি (প্রতিক্রিয়া) আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের কেন্দ্রীয় প্রেস ও মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত মোট ১৮৩টি মিডিয়া রিপোর্ট সম্প্রচারিত হয়েছে। মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রচারের এই কাজ অব্যাহত আছে। এসব রিপোর্টের মাধ্যমে একশত তিহাত্তর মিলিয়নের অধিক লোকের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। আর যেসব মিডিয়া প্রতিবেদন প্রচার করেছে তার মাঝে রয়েছে বিবিসি রেডিও ফোর, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ক, টেলিগ্রাফ, ডাচ ন্যাশনাল নিউজপেপার, স্কাই নিউজ, আই টিভি, এক্সপ্রেস, এফিংটন পোস্ট, প্রেস এসোসিয়েশন (যা একটি নিউজ এজেন্সী), ই এফ ই স্পেনিশ নিউজ এজেন্সি, ইয়াহু নিউজ। আর বহু দেশে যেমন ইউ কে, ব্রাজিল, হল্যান্ড, স্পেন, আর্জেন্টিনা, পানামা, কলম্বিয়া, চিলি, পেরু, ভেনিজুয়েলা, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, বেলজিয়াম, ঘানা, ইতালী প্রভৃতি দেশে এসব প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।

এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমে ১৯টি চ্যানেলে এই প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যদের জলসায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি অন্যদেরও বহু প্রতিক্রিয়া রয়েছে যারা জলসার দিনগুলোতে এসব অনুষ্ঠান দেখেছে এবং বেশ প্রভাবিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী আহমদীদের জন্যও সালানা জলসাকে তাদের ঈমাণ বৃদ্ধির কারণ করুন এবং যেসব কথা তারা শুনেছে এবং দেখেছে তাদেরকে সর্বদাসেগুলোর অধীনস্ত হওয়ার এবং তার ওপর আমল করার তৌফিক দিন। আর প্রেস এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে যে সংবাদ পৌঁছেছে তা-ও আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারী হয় এবং তাদের জন্য তা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে গ্রহণ করার কারণ হয়।

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোকাররম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের জানাযা, যিনি গত ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে রাবওয়ায় তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। মুজিবুর রহমান সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তার পিতা মোহতরম মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ ছিলেন। তিনি তাকে শৈশবে তার মা এবং অন্যান্য সন্তানদের সাথে কাদিয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মুজিবুর রহমান সাহেবের মা এবং অন্য ভাইবোনদের সাথে তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছিলেন। তার পিতা হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেবের প্রাথমিক ছাত্রদের একজন ছিলেন। মওলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব এবং গোলাম আহমদ বদ্দুমলহী সাহেব প্রমুখ বুযুর্গগণ তার সহপাঠী ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের পিতা) প্রায় ৩৬ বছর বঙ্গদেশে সেবা করেছেন।

মুজিবুর রহমান সাহেব পেশাগত দিক দিয়ে উকিল ছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক সফল উকিল ছিলেন। জামা'তী সেবাও তিনি অনেক করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে ১৯৮০ সনে আহমদীয়া জামা'ত রাওয়ালপিণ্ডির আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৯৮ সন পর্যন্ত তিনি সেই জামা'তের আমীর ছিলেন। ১৯৭৪ সনে রাওয়ালপিণ্ডির মারি রোডের মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় তিনি অনেক সেবা করেছেন। ১৯৭৮ সনে উচ্চ আদালতে ডেরা গাজি খান এর মসজিদের মামলা তিনি লড়েন। অগণিত জামা'তী মামলা রয়েছে যেগুলো তিনি লড়েছেন এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে লড়েছেন। ১৯৭৮ সনে মজলিসে শূরার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হন। এরপর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিয়ম-নীতি সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখার সুযোগ লাভ করেন। ফিকাহ্ কমিটির সদস্য হিসেবে ফিকাহ্ আহমদীয়ার প্রথম খণ্ড সম্পাদনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এরপর ১৯৭৭-৭৮ সনের সালানা জলসায় তিনি ইসলাম এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৭৯ থেকে ৮৩ সন পর্যন্ত সালানা জলসায় ইসলামে মতবিরোধের সূচনা, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে একজন আহমদী, নিরাপত্তার দুর্গ, আহমদীয়াত রূপী বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এমটিএ-র বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন যাতে বিরোধীদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ধর্মীয় জ্ঞানেও সমৃদ্ধ ছিলেন আর জাগতিক জ্ঞানেও জ্ঞানী ছিলেন এবং সুবক্তা ছিলেন। আর এদিক থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা থেকে তিনি পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করেছেন আর জামা'তের সেবার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেন। এমটিএ-র প্রোগ্রাম সমূহের মাঝে বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে যাতে ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর আলোকপাত, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সাক্ষাৎকার, বারাহীনে আহমদীয়ার সৌন্দর্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এরপর ১৯৮৪ সনে আহমদীয়াত বিরোধী অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে শরীয়া আদালতে দায়েরকৃত মামলা লড়ার তার সৌভাগ্য হয়েছে এবং সেখানেও তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছেন। ফৌজদারী আদালতেও জামা'তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা সমূহ লড়ার তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। খোদার পথে যারা বন্দি হয়েছেন তাদের সেবা করারও তিনি সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯৩ সনে সর্বোচ্চ আদালতে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা লড়ার জন্য যে কমিটি ছিল তার সদস্য হন এবং সেখানেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেন।

১৯৭৬ সনে করাচীতে অনুষ্ঠিত জুরি কাউন্সিলে প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ লাভ করেন। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ইত্যাদি দেশে মানবাধিকার বিষয়ে বুদ্ধিজীবি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করার এবং সেমিনারে যোগ দেয়ার সুযোগ লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে মিনেসোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের সুযোগ পান এবং জার্মানীর একটি আদালতে আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত একজন অভিজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে নিজ সাক্ষ্য রেকর্ড করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৪ সনে যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে তিনি ধর্ম এবং বিবেকের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭ সনে কুরআন কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়, যাতে আহমদীয়া জামা'তকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি তাকে সেখানে প্রেরণ করেছিলাম আর তিনি সেখানেও জামা'তের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্যকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর লেখনীর আলোকে জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সুইজারল্যাণ্ড এবং কানাডাতে ইমিগ্রেশন বোর্ডের সামনে আইনগত বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার সুযোগ লাভ করেন। এছাড়াও তার আরো বহু সেবা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তার ওপর অর্পিত সমস্ত জামা'তী দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন এবং পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে তা করেন।

তার চাচাতো বোনের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তার স্ত্রী ১৯৯৯ সনে মৃত্যু বরণ করেন। এখন তার তিন পুত্র রয়েছে। আজিজুর রহমান ওক্কাস সাহেব রাওয়ালপিণ্ডিতে উকিল। তিনিও জামা'তের মামলা সমূহে সাহায্য করেন। ডাক্তার আতাউর রহমান মুআয সাহেব আজকাল কাতারে আছেন। খলীলুর রহমান হাম্মাদ সাহেব, তিনিও আজকাল পাকিস্তানেই আছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন আর নিজ প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিযেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব। (আমীন)

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)**

জুমআর খুতবা

জুমআর কল্যাণসমূহ লাভের জন্য অকুণ্ঠ পরিশ্রমের প্রয়োজন

“হে আল্লাহ্! কাতাদা তার চেহারার মাধ্যমে তোমার নবীর চেহারাকে রক্ষা করেছে। তাই তুমি তার এই চোখকে উভয় চোখের মাঝে অধিক সুশ্রী এবং অধিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করে দাও। ”

সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরা ইখলাস কুরআন করীমের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশের সমান।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,“ জুমু’আর দিন এমন একটি মুহূর্তও আসে যে, কোন মুসলমান যদি আল্লাহ্ তা’লার কাছে কল্যাণ যাচনারত অবস্থায় লাভ করে তাহলে আল্লাহ্ তা’লা তাকে অবশ্যই তা দান করেন আর তা আসরের পরবর্তী সময়। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের এই বর্ণনায় জুমু’আর দিনের কথা বলা হলেও মূহুর্তটি হলো আসরের পরের।”

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত কাতাদা বিন নুমান আনসারী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাজউন রাজিআল্লাহ্ তা’লা আনহুমার পবিত্র জীবনালেখ্য।

আল্লাহ্ তা’লা এই সকল সাহাবাদের পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নত করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ১৬ আগস্ট , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৬ যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করবো, যা বিগত বেশ কিছুকাল থেকে চলছে।

আজ প্রথমে যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত কাতাদা বিন নো’মান আনসারী (রা.)।হযরত কাতাদার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জাফর পরিবারের সাথে। তার পিতার নাম নো’মান বিন যায়েদ এবং মায়ের নাম ছিল উনায়সা বিনতে কায়েস। হযরত কাতাদার ডাকনাম আবু উমর ছাড়াও আবু আমর এবং আবু আব্দুল্লাহ্ও বর্ণনা করা হয়। হযরত কাতাদা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)’র সৎভাই ছিলেন, অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে ভাই বা বৈপিতৃয় ভাই। হযরত কাতাদা (রা.) সত্তরজন আনসারী সাহাবীর সাথে আকাবার বয়আতে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। যদিও অন্যত্র আল্লামা ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে তিনি লিখেছেন যে, আকাবার (বয়আতে) যোগদানকারী আনসারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন না বা তিনি তার কথা উল্লেখ করেন নি।

হযরত কাতাদা (রা.) মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত তিরন্দাজদের একজন ছিলেন, আর বদর, উহুদ ও পরীখার যুদ্ধ ছাড়াও পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত কাতাদার চোখে তির বিদ্ধ হয়, এতে তার অক্ষিগোলক খুলে বাহিরে বেরিয়ে আসে। তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন আর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তিরবিদ্ধ হবার কারণে আমার অক্ষিগোলকবাইরে বেরিয়ে এসেছে, আমি যেহেতু আমার স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসিতাই আমার আশংকা হয় যে সে যদি আমার চোখের এই অবস্থা দেখে কেথাও সে আবার আমাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ না করে!তিনি বলেন, মহানবী (সা.) অক্ষিগোলকটি স্বহস্তে পুনরায় যথাস্থানে বসিয়ে দেন আর তা পূর্বাবস্থায় বহাল হয় এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। এমনকি বৃদ্ধবয়সেও উভয় চোখের মধ্যে এই চোখটি অধিক শক্তিসম্পন্ন ও বেশি ভালো ছিল। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী (সা.) সেই চোখে তাঁর মুখের লালা লাগিয়েছিলেন যার ফলে সেটি উভয় (চোখের) মধ্যে অধিক সুন্দর হয়ে যায়।

(আততাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৯)(উসদুল গাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭০)

হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি স্বয়ং এই ঘটনাটি স্ববিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.)-কে উপহারস্বরূপ একটি ধনুক দান করা হয়েছিল, উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি (সা.) সেটি আমাকে দান করেন। আমি সেটি দিয়ে মহানবী (সা.) সম্মুখে (দাঁড়িয়ে) তির নিক্ষেপ করতে থাকি, এমতাবস্থায় এর রশি অর্থাৎ ধনুকের তন্ত্রী ছিড়ে যায়। তাসত্ত্বেও আমি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সামনে (দাঁড়িয়ে) থাকি। সাধারণত (এ বিষয়ে)হযরত তালহার উল্লেখ করা হয়কিন্তু তারও (অর্থাৎ কাতাদারও) উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, আমি সামনে দণ্ডায়মান থাকি। যখনই মহানবী (সা.)-এর দিকে কোন তির ছুটে আসতো আমি আমার মাথা তাঁর সামনে নিয়ে যেতাম যাতে আমি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার জন্য ঢাল হতে পারি। তখন আমার কাছে নিক্ষেপ করার মতো কোন তির ছিল না। তখনই একটি তির আমার চোখে বিদ্ধ হয়, যারফলে আমার অক্ষিগোলক বেরিয়ে গালের ওপর চলে আসে আর (সৈন্য) দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমি স্বহস্তে আমার অক্ষিগোলকটি ধরি (এই সময়ের মধ্যে শত্রুদলটিও ছত্রভঙ্গও হয়ে পড়ে) আর সেটিকে নিজের হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি নিকটেই ছিলেন, সেখানে নিয়ে যাই। অতএব, মহানবী (সা.) যখন সেটি আমার হাতে দেখেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হয় আর বলেন, হে আল্লাহ্! কাতাদা তার চেহারার মাধ্যমে তোমার নবীর চেহারাকে রক্ষা করেছে। তাই তুমি তার এই চোখকে উভয় চোখের মাঝে অধিক সুশ্রী এবং অধিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করে দাও। অতএব সেই চোখ উভয়টির মাঝে অধিক সুশ্রী এবং উভয়ের মাঝে দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে অধিক প্রখর ছিল।

(আল মুজামুল কবীর লিতাতিবরানী, খণ্ড-১৯, পৃ: ৮)

তিনি নিজে যা বর্ণনা করেছেন সেখানে কোথাও এ কথা লেখা নেই যে, আমার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, সে হয়ত এটি পছন্দ করবে না বরং ঐতিহাসিকরা সেই কথা লিখেছেন যা আমি এর পূর্বে বর্ণনা করেছি। ঘটনায় আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য হোক বা এমনিতেই হোক। যাহোক তার বর্ণিত রেওয়ায়েতে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু যাহোক যুদ্ধাবস্থায় অক্ষিগোলক বাইরে বেরিয়ে আসে, মহানবী (সা.) সেটিকে পুনরায় নিজ স্থানে স্থাপন করেন আর তা সেখানেই পুনরায় বহালও হয়ে যায় এবং তার দৃষ্টি অনেক তীক্ষ্ম হয়ে যায়। আর এ কারণেই পরবর্তীতে হযরত কাতাদা যুল আইন অর্থাৎ চোখওয়ালা উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৪৫)

হযরত কাতাদা পরিখার যুদ্ধসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় বনু জাফর গোত্রের পতাকা হযরত কাতাদার হাতে ছিল। হযরত কাতাদা ৬৫ বছর বয়সে ২৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উমর (রা.) মদিনায় তার জানাযার নামায পড়ান। তার বৈপিত্রেয়

ভাই হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং হারেস বিন খাযমা কবরে নামেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী যারা কবরে নেমেছে হযরত উমরও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত কাতাদার এক পৌত্রের নাম ছিল আসেম বিন উমর, যিনি ইলমুল আনসাব অর্থাৎ পরিবার বৃক্ষের জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, আর তার থেকে আল্লামা ইবনে ইসহাক বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৯, দারু আহইয়াতুত তুরাস, বেরুত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)(উসদুল গাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) (সীরাস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৪, দারুল ইশায়াত করাচি, ২০০৪)

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর কাছে একটি ধনুক ছিল যার নাম ছিল কুতুম আর তা নাবা বৃক্ষের কাঠদ্বারা বানানো হয়েছিল, নাবাএক প্রকার বৃক্ষ যার দ্বারা তির বানানো হয়। আর এটি সেই ধনুক ছিল যা উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত কাতাদার হাতে ব্যবহারাধিক্যের কারণে ভেঙেছিল।

(তারিখ দামাস্ক লি ইবনে আসাকির, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৮) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯৩, আলি আসিফ প্রিন্টার, লাহোর, ২০০৫)

হযরত কাতাদা বিন নো'মান (রা.) বলেন, আনসারদের একটি পরিবার এমন ছিল যাদেরকে বনু উবায়রাক বলা হতো। তাদের মাঝে তিন ভাই ছিল- বিশর, বুশায়ের এবং মুবাশ্বের। বুশায়ের মুনাফেক ছিল। সে কবিতা শুনাতো আর কবিতার মাধ্যমে মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের ব্যঙ্গ করতো। বাহ্যত মুসলমান ছিল কিন্তু তার কিছু কর্ম তদনুযায়ী ছিল না। আর কতিপয় আরবের প্রতি সেগুলো (অর্থাৎ কবিতা) আরোপ করে বলতো যে, অমুক ব্যক্তি এরূপ এরূপ বলেছে। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা যখন তার পঠিত কবিতা শুনেন তখন তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কসম, এই কবিতা এই দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিই লিখেছে এবং তারা অর্থাৎ সাহাবীরা আরো বলেন, এই কবিতা ইবনে উমায়রার। তারা অজ্ঞতার যুগ এবং ইসলামের যুগে তথাউভয় যুগে পরমুখাপেক্ষী এবং অনাহারক্লিষ্ট মানুষ ছিলেন। তাদের মাঝে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি হয় নি। তারা কাজ করতো না বা পরিশ্রম করতো না। যাহোক এ কারণে তারা অনেক বেশি দরিদ্র ছিল। তিনি বলেন, মদিনায় মানুষের খাবার ছিল খেজুর এবং যব। কোন ব্যক্তি যখন সম্পদশালী হয়ে যেতো আর কোন গম-ব্যবসায়ীসিরিয়া থেকে সাদা আটা, অর্থাৎ ভালোভাবে পিষা এবং মিহি আটা নিয়ে আসতো তখন সেই সম্পদশালী ব্যক্তি তা থেকে কিছুটা ক্রয় করে নিত আর সেটিকে নিজে খাওয়ার জন্য মওজুদ করে নিত, কিন্তু তার সন্তানসন্ততিরা খেজুর এবং যব-ই খেতে থাকতো। তিনি বলেন, একদা এমন হয় যে, যখন কোন এক শস্য-ব্যবসায়ী সিরিয়া থেকে ফিরে আসে তখন আমার চাচা রিফা বিন যায়েদ ময়দা আটার একটি বস্তা ক্রয় করেন এবং সেটিকে নিজ গুদামে রেখে দেন। সেই গুদামে হাতিয়ার, বর্ম এবং তরবারিও রাখা ছিল, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্রও রাখা ছিল। তিনি বলেন, তার প্রতি যে অন্যায় করা হয় তা হলো, সেই গুদামে সিঁধ কাটা হয় এবং দেয়াল ভেঙে ভেতরে চোর আসে, রেশন এবং অস্ত্রশস্ত্র সব চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়। সকালে আমার চাচা রিফা আমার কাছে আসেন এবং বলেন, হে আমার ভাতিজা! গত রাতে আমার প্রতি অনেক অন্যায় করা হয়েছে। আমাদেরগুদামের সিঁধ কাটা হয়েছে এবং আমাদের খাদ্যসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা মহল্লায় খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, উত্তরে আমাদেরকে বলা হয়েছে, আমরা বনু উবায়রাককে গত রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে দেখেছিলাম আর আমাদের ধারণা, তোমাদের খাদ্যসামগ্রী দিয়েই তারা আমোদ-প্রমোদ করেছে অর্থাৎ চুরিকৃত সামগ্রীই হয়তো তারা রান্না করে খেয়েছে। আমরা যখন পাড়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন বনু উবায়রাক বলে, আল্লাহ্র কসম, আমাদের মনে হয় লাবীদ বিন সাহ্লই তোমাদের জিনিস চুরি করেছে। অর্থাৎ তারা অন্য কারো নাম লাগিয়ে দেয়। তিনি বলেন, লাবীদ ছিলেন আমাদের মাঝে একজন সৎ মুসলমান। লাবীদ যখন একথা শুনলো যে, বনু উবায়রাক তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আরোপ করছে তখন তিনি খাপ থেকে তাঁর তরবারি বের করে বলেন, আমি চোর? আল্লাহ্র কসম, আমার এই তরবারি তোমাদের মাঝে থাকবে বা তোমরা এই চুরির রহস্য বের করবে। তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে বলেন যে, এখন সিদ্ধান্ত হবে। মানুষ বলে, জনাব! আপনি আপনার তরবারি দূরে রাখুন, আপনি যে চোর নন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। আপনি খবুই পুণ্যবান মানুষ। আমরা যখন মহল্লায় আরো জিজ্ঞাসাবাদ করি, আমাদের আর সন্দেহের অবকাশ রইল না যে, বনু উবায়রাকই চোর। আমার চাচা বলেন, হে আমার ভাতিজা! তোমরা যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যেতে এবং এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করতে তাহলে হয়ত আমি আমার মালসামগ্রী পেয়ে যেতাম। হযরত কাতাদা বিন নো'মান বলেন, আমি একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, আমাদের লোকদের মধ্য থেকেই এক পরিবার যুলুম ও অন্যায় করেছে। তারা আমার চাচা রিফা বিন যায়েদের বাড়ি গিয়ে তার গুদামে সিঁধ কেটে আর তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্যসামগ্রী চুরি ক রে নিয়ে যায়। আমরা চাই, তারা যেন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। রেশন বা খাদ্যসামগ্রীর যতদূর সম্পর্ক রয়েছে তা আমাদের প্রয়োজন নেই। মহানবী (সা.) বলেন, আমি পরামর্শ করার পর এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিবো। বনু উবায়রাক একথা শুনার পর স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তির কাছে যায়, যাকে উসায়ের বিন উরওয়া বলা হতো। তারা এ বিষয়ে তার সাথে কথা বলে এবং পাড়ার কিছু লোক এ বিষয়ে তাদের সাথে সহমত হয়ে যায় এবং এরা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! কাতাদা বিন নো'মান এবং তার চাচা উভয়ে আমাদের মধ্যকার এক মুসলমান ও ভালো পরিবারের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াই চুরির অভিযোগ আরোপ করছে। কাতাদা বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই এবং তাঁর সাথে আলোচনা করি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি এমন এক পরিবারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আরোপ করেছ যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা মুসলমান এবং ভাল মানুষ আর তোমার কাছে কোন সাক্ষী-প্রমাণও নেই। কাতাদা বলেন, আমি তাঁর (সা.) কাছ থেকে ফিরে আসি। তিনি খুবই সৎ প্রকৃতির মানুষ ও খুবই পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ফিরে আসি আর আমার মনে হলোএ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথাবলার চেয়ে আমার কিছু সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়া আমার কাছে শ্রেয় ছিল! মহানবী (সা.)-এর এই কথা শুনে আমার মনে হলো, আমি অযথাই মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিয়েছি। আমার সম্পদ নষ্ট হলেও তাতে কোন সমস্যা ছিল না, মহানবীর সাথে যদি কথা না বলতাম ভালো হতো। তিনি বলেন, এরপর আমার চাচা আমার কাছে এসে বলেন, হে ভাতিজা! এ বিষয়ে তুমি এখন পর্যন্ত কী করলে? মহানবী (সা.) আমাকে যে উত্তর দিয়েছিলেন আমি তাকে সে উত্তরই প্রদান করি অর্থাৎ সে কথা অবহিত করি। এতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ই আমাদের সাহায্যকারী। আমাদের এই আলোচনার পর মাত্র কিছু সময় অতিক্রান্ত হতেই পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (সূরা নিসা: ১০৬) অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি মানুষের মাঝে এর আলোকে সেভাবে মীমাংসা কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাকে বুঝিয়েছেন; আর বিশ্বাসঘাতকদের সমর্থনে তুমি ওকালতী করো না। এখানে লেখা আছে যে, খায়েনীন বলতে এখানে বনু উবায়রাক'কে বুঝানো হয়েছে। অতপর এটিও আছে যে, **'ওয়াসতাগফিরুল্লাহা'** অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। **'ইন্নাল্লাহা কানা গাফুরুর রহীমা'** (সূরা নিসা: ১০৭) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন,

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۔ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء:108-111)

অর্থাৎ আর যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তুমি তাদের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ চরম বিশ্বাসঘাতক মহাপাপীকে পছন্দ করেন না। তারা মানুষের কাছ থেকে তো নিজেদের গোপন করে, কিন্তু তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না। আর তিনি তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তারা এমন গোপন পরামর্শ করে রাত কাটায় যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে, আল্লাহ্ তা ঘিরে রেখেছেন। দেখ! তোমরা তারা যারা ইহজীবনে তাদের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করছকিন্তু কিয়ামত দিবসে তাদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ্র সাথে কে বিতর্ক করবে অথবা কে হবে তাদের অভিভাবক? আর যে-ই কোন মন্দ কাজ করে অথবা নিজের ওপর অবিচার করে বসে, এরপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্কে অতিব ক্ষমাশীল ও বারবার কৃপাকারী হিসাবে পাবে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১০৮-১১১)

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (النساء:112-113)

অর্থাৎ আর যে-ই পাপ অর্জন করে, সে তা কেবল তার নিজের বিরুদ্ধেই করে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়। আর যে-ই কোন দোষ বা পাপ করে (এবং) তা আবার কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপায়, নিশ্চয় সে মহামিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের (বোঝা) বহন করে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১১১-১১৩)

তিনি বলেন যে, এর দ্বারা বনু উবায়রাকের এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হযেছে যাতে তারা বলেছিল যে, আমাদের মনে হয়, লাবিদ বিন সাহ্ল এই চুরি করেছে, এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۔ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

অর্থাৎ আর তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাঁর কৃপা না থাকলে তাদের এক দল তোমাকে বিপথগামী করার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছিল। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে বিপথগামী করতে পারে না। আর তারা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে। তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শের মাঝে কল্যাণকর কোন দিক নেই, কেবল ঐ ব্যক্তির পরামর্শ ছাড়া যে দান-খয়রাত অথবা সৎকাজ কিংবা মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। আর যে-ই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এমনটি করে অচিরেই আমরা তাকে অনেক বড় এক পুরস্কার দান করব।

(সূরা নিসা: ১১৪-১১৫)

যাহোক, এই আয়াতের আরো অনেক অর্থ রয়েছে কিন্তু যদি এটিকেও গ্রহণ করা হয়। কিছুকাল পর তাদের এই খেয়াল হয় যে, আমাদের সম্পর্কেই এই সমস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট করেছেন আর এর এই প্রভাবও পড়েছে যে, এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন বনু উবায়রাক, অর্থাৎ যারা চুরির সন্দেহভাজন ছিল তারা ভাবলো যে, এটি আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, তাই তারা নিজেদের চুরির কথা স্বীকার করে এবং অস্ত্রশস্ত্র মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তিনি (সা.) রিফা-কে, যিনি এসবের মালিক ছিলেন,এসব অস্ত্র ফেরত দেন। হযরত কাতাদা বলেন, আমার চাচা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন আর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অজ্ঞতার যুগেই তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবতাম, তার ঈমানে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে অর্থাৎআমি মনে করতাম যে, তিনি ঈমান আনয়ন করেছেন আর মুসলমানও হয়ে গেছেন কিন্তু ঈমান দৃঢ় নয় কিন্তু আমি যখন অস্ত্র নিয়ে আমার চাচার কাছে পৌঁছলাম, কিন্তু যারা চুরি করেছিল তাদের পক্ষ থেকে যখন এই অস্ত্র ফেরত দেওয়া হয় আর আমি যখন আমার চাচার কাছে তা নিয়ে যাই, তখন তিনি বলেন, হে আমার ভাতিজা! এই অস্ত্র আমি আল্লাহ্র রাস্তায় সদকা হিসেবে দান করছি। তখন আমি বুঝতে পারি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমার চাচার ইসলাম গ্রহণ দৃঢ় এবং সঠিক ছিল আর তার প্রতি অযথাই আমার এই সন্দেহ ছিল যে, তার ঈমান দৃঢ় নয়।

কুরআন করীমের এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের এক ভাই বুশায়ের, যার সম্পর্কে তিনি পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, তার বিষয়ে কপটতার সন্দেহ রয়েছে, সে কাফেরদের সাথে গিয়ে যোগ দেয় আর সালাফা বিনতে সা'দের কাছে গিয়ে অবস্থান নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন-

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (النساء:116،117)

অর্থাৎ আর যে কেউ তার কাছে হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে যাবে এবং মু'মিনদের পন্থা ব্যতিত অন্য কোন পন্থার অনুসরণ করবে, তাকে আমরা সেই পথেই ফিরিয়ে দিব যে পথে সে ফিরে গিয়েছে এবং আমরা তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করব, বস্তুত তা অতি মন্দ আবাসস্থল। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না এবং এছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্য তিনি চান ক্ষমা করে দেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু কে শরীক করে সে অবশ্যই চরম ভ্রষ্টতায় নিপতিত। (সূরা নিসা: ১১৬-১১৭)

সেই মুনাফেক যখন সোলাফার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয় আর ইসলাম ছেড়ে দেয় তখন হযরত হাস্সান বিন সাবেত তার কতক পঙ্ক্তির মাধ্যমে তাকে ব্যাঙ্গ করেন। তা শুনে সোলাফা বিনতে সা'দ তার মালামাল নিজ মাথায় উঠিয়ে মাঠে গিয়ে ফেলে আসে এবং বলে যে, তুমি আমাদেরকে হাস্সানের সেসব পঙ্ক্তি উপহার দিয়েছ, অর্থাৎ সে এই ব্যঙ্গাত্মক পঙ্ক্তি লিখেছে তোমার কারণে আর আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। তোমার পক্ষ থেকে লাভের কোন আশা আমার নেই। (সুনানুত তিরমিযি আবওয়াব তাফসীরুল কুরআন, হাদীস-৩০৩৬) তাই তোমার কোন মালপত্র আমি আর রাখব না।

অতএব এই হলো সেই মুনাফেক অথবা কাফেরের পরিণতি। অতঃপর হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত কাতাদা বিন নোমান (রা.) একবার শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করেই সারা রাত কাটিয়ে দেন। সারা রাত সূরা ইখলাস পড়তে থাকেন। মহানবী (সা.)-এর সামনে যখন এ ঘটনার উল্লেখ হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরা ইখলাস কুরআন করীমের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশের সমান।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২০, হাদীস: ১১১৩১

তিনি এ কথাই পরবর্তীতে বলেছিলেন অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদই হলো প্রকৃত কুরআন আর কুরআনের মাঝে এরই শিক্ষা পাওয়া যায়।

আবু সালমা থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি (সা.) বলেন, জুমুআর দিন একটি বিশেষ মুহূর্ত আসে আর তা যদি কোন মুসলমানের ভাগ্যে এমন অবস্থায় জোটে যখন সে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ যাচনায় লেগে থাকে তখন খোদা তাকে সেই জিনিস অবশ্যই দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নিজের হাতের ইশারায় সেই মুহূর্তের খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেন, সে সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, খোদার কসম, আমি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর কাছে গেলে সেই মুহূর্ত সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, এ বিষয় সম্পর্কে তার হয়ত জানা থাকবে। অতএব একবার আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি লাঠি বা ছড়ি সোজা করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু সাঈদ (রা.)! এগুলো কেমন লাঠি বা ছড়ি যা আপনি সোজা করছেন আর আমি আপনাকে যেগুলোসোজা করতে দেখছি। তিনি উত্তরে বলেন, এগুলো সেই লাঠি যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কল্যাণ রেখেছেন। মহানবী (সা.) এগুলো পছন্দ করতেন এবং এগুলো হাতে নিয়ে তিনি হাঁটতেন। আমরা সেগুলো সোজা করে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যেতাম। তিনি বলেন, একবার মহানবী (সা.) মসজিদে কিবলার দিকে থুতু দেখেন, কেউ মুখ পরিষ্কার করে সেখানে থুতু ফেলেছিল, তখন তাঁর (সা.) হাতে এই লাঠিগুলোর মধ্য থেকে একটি লাঠি ছিল। তিনি (সা.) সেই লাঠি দিয়ে তা পরিষ্কার করার সময় বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযরত থাকে তখন সে যেন সামনের দিকে থুতু না ফেলে কেননা সামনে তার প্রভু থাকে। আল্লাহ্ তা'লার সামনে উপস্থিত হচ্ছ, সামনের দিকে থুতু ফেলো না। আর আমার মনে হয় তখন সব আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হয় নি। এ কারণে এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, বামদিকে অথবা পায়ের নিচে থুতু ফেল, বোখারীতেও এই রওয়ায়েত রয়েছে। সে সময় জায়গা কাঁচা ছিল হতো আর পরে মাটি ফেলে বা মাটি দিয়ে তারা হয়ত তা পরিষ্কার করতেনতাই হয়ত নিচে থুতু ফেলার কথা বলা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন সঠিক তরবিয়ত হয়ে যায় এবং পূর্ণ শরীয়তও এসে গেল তখনকার আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে, নাক যদি পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে অথবা থুতু এসে যায় তবে তা তোমাদের চাদরের পাড় দিয়ে পরিষ্কার করো। অবশ্য বর্তমানেরুমাল এবং টিস্যু রয়েছে,তাছাড়া মসজিদে এমনিতেও কার্পেট বিছানো থাকে। তাই এর অর্থ এটি নয় যে, নিচে থুতু ফেলা বৈধ বরং সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে সেটির সাময়িক অনুমতি ছিল, এরপর তিনি (সা.) এসম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা করে বলেন যে, যদি কারো নাক পরিষ্কার করার কিংবা থুতু ফেলার প্রয়োজন পড়ে তবে নিজের চাদরের একটি কোণা নাও এবং তা ভাজ করে রাখো আর বাইরে গিয়ে পরিষ্কার করে ফেল।

অতএব বর্ণনাকারী বলেন, সেই রাতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। এশার নামাযের সময় যখন মহানবী (সা.) সেখানে আসেন তখন হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায় আর মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি হযরত কাতাদা বিন নো'মান (রা.)-এর উপর পড়ে। তখন তিনি (সা.) বলেন, হে কাতাদা! তুমি রাতের এ মূহুর্তে এখানে কী করছ? তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জানা ছিল, আজ নামাযের জন্য অনেক কম মানুষ আসবে কেননা প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাই আমি নামাযে শরীক হওয়ার বাসনায় প্রথমে এসে যাই। মহানবী (সা.) বলেন, নামাযের পর একটু অপেক্ষা করে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার পাশ দিয়ে যাই। অতএব নামায শেষে নবী করীম (সা.) হযরত কাতাদাকে একটি ছড়ি দেন এবং বলেন, এটা নাও, এটা তোমার সম্মুখে দশ পা এবং পশ্চাতে দশ পা পর্যন্ত আলো দেবে। এরপর যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন যদি কোন কোণায় কোন মানুষের ছায়া দেখ, তবে তার কথা বলার পূর্বেই তুমি তাকে এই লাঠি দিয়ে মারবে, কারণ সে হবে শয়তান। অতএব তিনি তা-ই করেন। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এ কারণেই আমরা এসব লাঠি পছন্দ করি। এসব লাঠি আমাদেরকে মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন; আমরা বিশেষভাবে এগুলো বানিয়ে তাঁকে (সা.) দিতাম আর তিনি (সা.) এগুলো ব্যবহার করে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন বা উপহার হিসেবে দান করতেন। এই লাঠিগুলোর মাঝে আরও বহু কল্যাণ রয়েছে, তাই আমি এগুলো গুছিয়ে রাখছি।

আবু সালমা বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সাঈদ!হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আমাদেরকে এমন একটি মূহুর্ত সম্পর্কে হাদীস শুনিয়েছেন যা জুমুআর দিনে এসে থাকে। তিনি গিয়েছিলেন এই প্রশ্ন করতে; পরে সেখানে গিয়ে তাকে লাঠি বিন্যস্ত করতে দেখেন, সেগুলোকে গুছিয়ে রাখতে দেখেন, তাই প্রাসঙ্গিকভাবে সে বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা চলে এসেছে। এখন পুনরায় তিনি নিজের প্রশ্নের দিকে ফিরে আসেন। এটি আবু হুরায়রার বর্ণনা, তিনি বলেন, জুমুআর দিন এমন একটি মূহুর্ত আসে,আপনার কি সেই সময়টি জানা আছে যাতে দোয়া গৃহীত হয়? জবাবে তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এই মূহুর্তটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন মহানবী (সা.) বলেন, প্রথমে আমাকে সেই সময়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে শবে কদরের মতো (তা) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবু সালমা বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামের কাছে চলে যাই।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৫, হাদীস: ১১৬৪৭)

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত এই রেওয়ায়েতে জুমুআর দিনের যেই সময়ের উল্লেখ এসেছে সেই সময়টির ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সেসব বর্ণনা থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বা বিষয়ের কথা জানা যায়। প্রথমত এই সময়টি জুমুআ চলাকালীন এসে থাকে; দ্বিতীয়ত এটি দিনের শেষভাগে এসে থাকে, যা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়; আর তৃতীয়ত এটি আসরের নামাযের পর এসে থাকে। এই রেওয়ায়েতগুলোও আমি এখানে তুলে ধরছি।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) জুমুআর দিনের উল্লেখ করেন এবং বলেন, এতে এমন একটি মূহুর্ত রয়েছে যে যদি এক মুসলমান বান্দা দাঁড়িয়ে নামাযরত অবস্থায় সেই মূহুর্তটি লাভ করে, তাহলে সে যা-ই আল্লাহ্ তা'লার কাছে চাইবে, তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। আর তিনি নিজ হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, সেই মূহুর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত ।

(সহী বুখারী কিতাবুল জুমা, হাদীস- ৯৩৫)

এরপর সহীহ্ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনা রয়েছে; আবু বুরদা বিন আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর আমাকে বলেন, তুমি কি তোমার পিতাকে জুমুআর দিনের (বিশেষ) মূহুর্তটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছ?তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, সেই সময়টি ইমামের বসার পর থেকে নামায শেষ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জুমা, হাদীস- ৮৫৩)

আরেকটি রওয়ায়েত হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম বর্ণনা করেন, আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপস্থিতিতে নিবেদন করি যে, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে জুমুআর দিনের এমন একটি মূহুর্তের উল্লেখ দেখতে পাই যখন মুমিন বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু চাইলে সেই বিশেষ মূহুর্তকে না পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ অবশ্যই তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটি সময়ের কিছু অংশবা খুব সামান্য একটু সময়। অতঃপর আমি নিবেদন করি যে, সেই সময়টি কোনটি? জবাবে তিনি (সা.) বলেন, সেটা দিনের শেষ বেলার মুহূর্তগুলোর একটি অর্থাৎ দিবাশেষের একটি মূহুর্ত। আমি বললাম, সেটা কি নামাযের সময় নয়? মহানবী (সা.) বলেন, কেন নয়? মু'মিন বান্দা যখন নামায পড়ে এবং বসে থাকে আর কেবল নামাযের অপেক্ষায় থাকেতখন সে যেন নামাযেই থাকে।

(সুনান ইবনে মাজা কিতাবু ইকামাতিস সালাত, হাদীস-১১৩৯)

নামাযের পরে কেউ যদি যিকরে ইলাহীতে রত থাকে তবে তা-ও নামাযেরই অবস্থা এবংতার মাঝে দোয়ার প্রেরণা জাগে।এরপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, জুমু'আর দিন এমন একটি মুহূর্তও আসে যে, কোন মুসলমান যদি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কল্যাণ যাচনারত অবস্থায় লাভ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অবশ্যই তা দান করেন আর তা আসরের পরবর্তী সময়। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের এই বর্ণনায় জুমু'আর দিনের কথা বলা হলেও মূহুর্তটি হলো আসরের পরের।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ১১৭, হাদীস: ৭৬৮৮)

আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু সালমা এই মুহূর্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, **'আখিরু সাআতিন নাহার'। অর্থাৎ** এটি দিনের শেষ বেলার কোন এক মুহূর্ত।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৪৭-৮৪৮)

এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তফসীরের একস্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জুমু'আ এবং রমজানের মাঝে একটি পারস্পরিক সাদৃশ্য বিদ্যমান আর তা হলো, জুমু'আও দোয়া গৃহীত হওয়ার দিন আর রমজানও দোয়া কবুলিয়্যতের মাস। জুমু'আ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে চলে আসে ও নীরবে বসে যিকরে এলাহীতে রত থেকে ইমামের জন্য অপেক্ষা করে, অতঃপরপ্রশান্তচিত্তে খুতবা শুনে এবং বাজামা'ত নামাযে যোগদান করে তবে তার জন্য বিশেষভাবে ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয়।এছাড়া জুম'আর দিন এমন একটি মুহূর্তও আসে যখন মানুষ যা-ই দোয়া করে তা কবুল হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) জুমু'আর দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই দিনে একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলমান বান্দা যদি নামাযের জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় তা লাভ করে তখন সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা-ই চাইবে আল্লাহ্‌তাকে তা অবশ্যই দান করবেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, সেই মুহূর্ত খুবই সংক্ষিপ্ত। এটি বুখারী শরীফের হাদীসযেটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এটিও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।

তিনি লিখেন, ঐশী বিধানের অধীনে এই হাদীসের একটি তা'বীর বা ব্যাখ্যা অবশ্যই করতে হবে আর তাহলো কেবল সেসব দোয়াই গৃহীত হয়ে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লার বিধান এবং ঐশী বিধি বিধান অনুযায়ী হয়। অন্যায় দোয়া অবশ্যই কবুল করা হবে না। সেসব দোয়াই কবুল হবে যেগুলো আল্লাহ্ তা'লার বিধি বিধান অনুযায়ী এবং বৈধ চাওয়া আর ঐশী বিধান অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে এটি অনেক বড় পুরস্কার সেখানে এটি তত সহজ বিষয়ও নয়।

জুমু'আর সময় দ্বিতীয় আযান অথবা এর কিছুক্ষণ পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত অব্যাহত থা কে। এ দু'টি সময় যদি একত্রিত করা হয় আর জুমু'আর খুতবা সংক্ষিপ্ত হলেও এই সময় আধা ঘন্টা হয়ে থাকে আর খুতবা দীর্ঘ হলে এই সময় এক-দেড় ঘন্টা ব্যাপী হতে পারে। এই এক-দেড় ঘন্টা সময়ের মাঝে এমন একটি মাহেন্দ্রক্ষণও আসে যখন মানুষ কোন দোয়া করলে তা কবুল হয়ে যায়; কিন্তু নব্বই মিনিট সময়ের মাঝে মানুষ এটি জানে না যে, দোয়া কবুলিয়্যতের সেই সময়টি কী প্রথম মিনিটেই, নাকি দ্বিতীয় মিনিটে, নাকি তৃতীয় মিনিটে। এমনকি নব্বই মিনিটের শেষ পর্যন্ত কোন মিনিট সম্বন্ধে মানুষ নির্দিষ্ট করে একথা বলতে পারবে না যে, সেটি দোয়া গৃহীত হওয়ার সময়। অর্থাৎ দোয়া গৃহীতহওয়ার সেই মুহূর্তটি নব্বই মিনিট ব্যাপী অন্বেষণ করতে হবে, আর সেই ব্যক্তিই দোয়া গৃহীত হওয়ার সুযোগ সন্ধানে সফল হতে পারবে যে ব্যক্তি নব্বই মিনিট পর্যন্ত অবিরাম দোয়াতে রত থাকবে আর বিরামহীনভাবে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নব্বই মিনিট দোয়াতে রত থাকা সকলের জন্য সম্ভব নয়; অত্যন্ত দূরূহ একটি ব্যাপার। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, কিছু মানুষ তো পাঁচ মিনিটও মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ আমি এখন নামাযের জন্য এসেছি। মানুষের দৃষ্টি এদিক সেদিক চলেই যায়। আমি খুতবার পূর্বে কতিপয় মানুষকে দেখেছি যে, তারা সুন্নত পড়ছে আর

তাদের দৃষ্টি এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। সুন্নত পড়তে দুই আড়াই মিনিটই লাগে। অথচ এই স্বল্প সময়েও তারা কখনো ডান দিকে আবার কখনো বাম দিকে তাকাচ্ছে। কখনো নিচে তাকাচ্ছে আবার কখনো আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। দুই আড়াই মিনিটের জন্য মনোযোগ ধরে রাখাই যেখানে কঠিন সেখানে নব্বই মিনিটি পর্যন্ত দোয়া করতে থাকা, যিকরে এলাহীতে মগ্ন থাকা এবং মনোযোগ একই দিকে ধরে রাখা কোন সহজ বিষয় নয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৩, পৃ: ১৬১-১৬২, প্রদত্ত, ৩০ শে মে, ১৯৫২)

কাজেই মূহুর্তের উল্লেখ করা হলেও এতেঅবিরত মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে,এটি অনেক পরিশ্রমের কাজ এবং এর জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করতে হয়। এটি কোন সহজ বিষয় নয়। এমন নয় যে, আমরা দোয়া করলাম আর পর মুহূর্তেই তা কবুল হয়ে গিয়েছে। মানুষ জানে না যে, সেই মুহূর্তটি কোনটি। অতএব আসল কথা হলো, এই পুরো সময় মনোযোগ না হারিয়ে মানুষের উচিত নিরন্তর দোয়ায় মগ্ন থাকা, আর এটিঅতি আবশ্যক বিষয়। যেমনটি আমি বললাম যে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছেন এটি সহজ কোন কাজ নয়। জুমুআর আশিস লাভের জন্য অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

এখন আমি দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাঁর নাম হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন (রা.)-এর সম্পর্ক ছিল কুরায়েশ গোত্র বনু জামা-র সাথে। তাঁর মাতার নাম ছিল সুখায়লা বিনতে আম্বাস। তিনি হযরত উসমান বিন মাযঊন ও হযরত কুদামা বিন মাযঊন এবং হযরত সায়েব বিন মাযঊন এর ভাই ছিলেন। সম্পর্কে তারাসবাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর এর মামা ছিলেন। কেননা হযরত উমর তাদের বোন যয়নব বিনতে মাযঊনকে বিয়ে করছিলেন।

ইয়াযীদ বিন রুমান হতে বর্ণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন এবং হযরত কুদামা বিন মাযঊন উভয়ে রসূলে করীম (সা.) এর দ্বারে আরকামে যাওয়া এবং সেখানে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(আস সীরাতুন নবুয়াত, পৃ: ৪৬৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া) (আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৯) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৯১)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন এবং তাঁর তিন ভাই অর্থাৎ হযরত কুদামা বিন মাযঊন ও হযরত উসমান বিন মাযঊন এবং হযরত সায়েব বিন মাযঊন ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ইথিওপিয়ায় অবস্থানের সময় যখন তারা জানতে পারেন যে, কুরাইশরা ঈমান আনয়ন করেছে তখন তারা ফিরে এসেছিলেন।

(আস সীরাতুন নবুয়াত, পৃ: ২৬৭,২৪১, দারুল কুতুবল ইলমিয়া) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

আমি পূর্বেও কতিপয় সাহাবীদের স্মৃতিচারণে ইথিওপিয়ার হিজরতের কথা উল্লেখ করেছিলাম যে, যখন মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গেলে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরইথিওপিয়ায় হিজরত করতে বলেন এবং আরো বলেন, ইথিওপিয়ার বাদশাহ একজন ন্যায়বিচারক এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তার রাজ্যে কারো ওপর যুলুম করা হয় না। সে যুগে ইথিওপিয়ায়খ্রিষ্টানদের শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেখানকার বাদশাহকে নাজ্জাশী বলা হতো। যাহোক মহানবী (সা.) এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে এগারো জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তারা যখন হিজরত করেন, সৌভাগ্যক্রমে, যখন তারা মক্কা থেকে বের হন এবং দক্ষিণ দিকে সফর করে শায়েবা নামক স্থানে পৌঁছন যা সে যুগে আরবের একটি সমুদ্র বন্দর ছিল, তখন আল্লাহ তা'লার কৃপায় তারা একটি বানিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যান যা ইথিওপিয়ায় যাওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। অতএব তারা নিরাপদে সেই জাহাজে উঠে পড়েন এবং জাহাজও ছেড়ে যায়। ইথিওপিয়ায় পৌঁছে মুসলমানরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করে আর আল্লাহ্‌র কৃপায় কুরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক যেমনটি বর্ণনা করেছেন এবং পূর্বেও তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সংবাদ শুনে তারা ফিরে এসেছিল। মুহাজেরদের ইথিওপিয়ায় যাওয়ার স্বল্প সময়ের ভিতরতারা এক গুজব বা উড়োখবর শুনতে পায় যে, সব কুরাইশ মুসলমান হয়ে গিয়েছে এবং মক্কায় এখন পুরোপুরি শান্তি বিরাজ করছে। এই গুজবের ফলে অধিকাংশ মুহাজের কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ফিরে আসে। তারা যখন মক্কার নিকটে পৌঁছে তখন জানতে পারে যে, এই সংবাদ ভুল ছিল এবং মুহাজেরদেরকেইথিওপিয়া থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাফেরদের একটি কৌশল ছিল মাত্র। এখন তারা সবাই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। যাহোক তাদের কাছে আর কোন উপায়ও ছিল না। কেউ কেউ মাঝ পথ থেকেই ফিরে যায় আর কেউ কেউ মক্কার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেই আশ্রয়ও বেশি দিন স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের জন্য মক্কাতে আর কোন নিরাপদ স্থান ছিল না। তাইমহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে পুনরায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর অন্য মুসলমানরাও নীরবে নিভৃতে হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। এবং সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে মক্কা ত্যাগ করতে থাকে। পরিশেষে এই হিজরতের ধারা এমনভাবে শুরু হয় যে,ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা একশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাদের মাঝে আঠারো জন মহিলা আর বাকিরা ছিলেন পুরুষ। এভাবে দ্বিতীয় হিজরত সম্পাদিত হয়। যাহোক হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন সম্পর্কে এটিই বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমবার হিজরত করার পর তিনি ফিরে এসেছিলেন কিন্তু জানা যায় না যে তিনি দ্বিতীয়বার ফিরে গিয়েছিন কি-না। হয়তবা পরবর্তীতে মদিনাতে হিজরত করেছিলেন।হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊ ন এখান থেকে পরে মদিনায় হিজরত করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৪৬)

তিনি যখন মদিনায় পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) তার এবং সাহাল বিন উবায়দুল্লাহ্ আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৪)

আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত কুতবা বিন আমেরের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊনের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

(উয়ুনুল আসর, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊন তার তিন ভাই হযরত উসমান বিন মাযঊন, হযরত কুদামা বিন মাযঊন এবং হযরত সায়েব বিন মাযঊনের সাথে বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাযঊ ন বদরের যুদ্ধের পাশাপাশি উহুদ, পরিখা এবং অন্যান্য যুদ্ধেও মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ত্রিশ হিজরী সনে ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৯) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১২)। আল্লাহ্ তা'লা এই সকল সাহাবার পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নত করুন। (আমীন)

****

১ম পাতার শেষাংশ.....

তওরাতের মধ্যে অবশ্যই সামঞ্জস্য রয়েছে যে কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তওরাত কেবল পুঁথিকে স্থান দিয়েছে যার সঙ্গে যুক্তি, প্রমাণ বা কোনও ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু কুরআন সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তি প্রমাণের পন্থা অবলম্বন করেছে। এর কারণ হল, তওরাতের যুগে মানুষের বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা অপরিশীলিত ছিল। এই কারণে কুরআন সেই পন্থা অবলম্বন করে যা ইবাদত ও নৈতিকতার উপকার সামনে আনে। আর কেবল উপকার ও কল্যাণের কথাই বর্ণনা করে না, বরং যুক্তি প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে উপস্থাপন করেছে, যাতে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে সেটি অস্বীকার করার কোনও পথ অবশিষ্ট না থাকে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭২-৭৪)

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 12-19 Sep, 2019 Issue No.37-38

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণী- যেমন, অনাথ ও মিসকীনদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের সহায়তা করার আদেশ দিয়েছেন।

কুরআন করীমের সূরা জারিয়ার ২০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, একজন প্রকৃত মুসলমানের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হল সে খোদার সকল সৃষ্টির প্রতি যত্নবান থাকে এবং অভাবপীড়িত ও দুর্গতরা তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকুক বা না ডাকুক, তাদেরকে স্বাচ্ছন্দতা দেওয়ার এবং সাহায্য করার চেষ্টা করে। কাজেই, কারোর সাহায্যের জন্য ডাকার অপেক্ষায় বসে থাকা একজন মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। বরং অপরের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করা, এবং তা দূর করার জন্য তাদের সাহায্যার্থে সকল প্রকার ত্যাগ-স্বীকার করা একজন মুসলমানের কর্তব্য।

অতঃপর কুরআন করীমের সূরাতুল বালাদের ১৫-১৭ নং আয়াতের আল্লাহ তা'লা মুসলমানদেরকে অনাহারক্লিষ্টদের আহার করানো, অনাথদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করার এবং অসহায় ও দরিদ্রদের সাহায্য করার আদেশ দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সমাজের বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের বোঝা বহন করতে, বঞ্চিতদের সহায়তা করতে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সমস্যাবলী থেকে মুক্তি পায় এবং সম্মানজনক জীবন করতে সক্ষম হয়। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দান করেছেন যে এমন মানুষেরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করবে, খোদার নৈকট্য অর্জন করবে এবং তাঁর প্রীতি ও সন্তুষ্টির অধিকারী হবে।

অনুরূপভাবে সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছনা ও ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার বাসনা রাখে, তবে আবশ্যিকভাবে তাকে কোন প্রতিদানের আশা না করেই অপরের প্রতি সহৃদয়তা এবং বদান্যতা প্রকাশ করতে হবে। সূরা নিসার ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুসলমানদের উচিত প্রতিবেশীদের প্রতি ভাল আচরণ করা। এই আয়াতেও একথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান যে অভাবপীড়িত, অনাথ এবং মিসকিনদের সাহায্য করে। কুরআন করীম আদেশ দেয়, অপরের প্রতি উত্তম আচরণ করার এবং অধীনস্তদের সঙ্গে স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করার। যেমন কর্মক্ষেত্রে যদি কোন মুসলমানের অধীনে কোন কর্মী থাকে তবে তার প্রতি স্নেহ ও উদারতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এরপর কুরআন মজীদের সূরা মহম্মদ-এর ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুসলমানেরা যেন নিজেদের ধন-সম্পদ অন্যদের সাহায্যার্থে ব্যায় করে। যে এমনটি করতে চায় না, তাদেরকে কৃপণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে যে এমন কৃপণদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। কৃপণতা মানবাত্মাকে অন্ধকারে ঘিরে রাখে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি যে সমস্ত পবিত্র আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি সেগুলির দ্বারা এবিষয়ের গুরত্ব অনুধাবন করা যায় যে মুসলমানেরা যদি খোদা তা'লার ভালবাসা অর্জন করতে চায় তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রথমে তাঁর সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষকে সাহায্য করতে হবে। এই আয়াতের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট, মানবতার সেবাই হল ইসলামের মূল শিক্ষা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন করীমের উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হল আপনারা যেন এবিষয়ে অবগত হন যে ইসলাম সেটি নয় যা মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমে সচরাচর তুলে ধরা হয়। ইসলাম উগ্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসের ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হল প্রেম, প্রীতি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম, যা তার অনুসারীদের জন্য মানবতার সেবাকে প্রধান কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছে। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে পাষাণ হৃদয় হওয়া বা কষ্টে নিপতিত ও সমস্যায় জর্জরিত মানুষদের সহায়তা করা থেকে বিরত থাকা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন করীমের আয়াতসমূহের আলোকে এখন আমি ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মানবতার সেবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। আধুনিক যুগে প্রায়শই এই আপত্তি করা হয় যে রসুল করীম (সা.) একজন যুদ্ধপ্রেমী নেতা ছিলেন, যিনি নিজ অনুসারীদের চরমপন্থার শিক্ষা দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহি) । স্পষ্ট থাকে যে এমন অভিযোগ করার অর্থ সত্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বের উপর এই অপবাদ একেবারেই অন্যায়। ইসলামের পয়গাম্বার প্রত্যেক জাতি বর্ণ ও ধর্মমতের মানুষের অধিকার রক্ষা করেছেন, তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য আশীর্বাদ। তাঁর সত্তা থেকে মানবতার জন্য নিরন্তর ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হত। একবার তিনি বলেন, 'আমি দুর্বলদের সঙ্গে রয়েছি। কেননা, দুর্বল ও দারিদ্র পীড়িতদের সঙ্গ দেওয়া আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম।' এছাড়া আঁ হযরত (সা.)-এর এই শিক্ষা অনুসারে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রীত থাকেন যারা অভাবপীড়িতদের সাহায্য করে, তাদের ক্ষুধা নিবারণ করে, চিকিৎসা সহায়তা করে। কাজেই, কেউ যদি প্রকৃত মুসলমান হওয়ার দাবি করে, তবে তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল সমস্ত বিপন্ন মানুষদের সাহায্য করা এবং তাদের দুঃখ কষ্ট ও সমস্যাবলী দূর করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উন্মোচনের জন্য যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন, তিনি হলেন জামাত আহমদীয়া মুসলেমার প্রবর্তক, যাঁকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে মান্য করি। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ইসলামের স্বরূপ এবং শিক্ষা সম্পর্কে জগতকে অবগত করতে। একদিকে তিনি এসেছিলেন অমুসলিমদেরকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করতে, তেমনি সেই সকল মুসলমানদের সংশোধন করাও ছিল তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য, যারা নিজেদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে বসেছিল। তাদেরকে তিনি সেই ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন যা কুরআন করীম এবং রসুল করীম (সা.) উপস্থাপন করেছেন। সব থেকে বড় কথা হল তিনি অনবরত মানব জাতির এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে তারা যেন 'হুকুকুল্লাহ' (আল্লাহ্র অধিকার) এবং 'হুকুকুল ইবাদ' (সৃষ্টির অধিকার)-এর দাবি পূর্ণ করে।

একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, বস্তুতঃ, মানবতার সেবা হল খোদার ইবাদতের ভিন্ন রূপ। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, কোনও ব্যক্তি যদি কষ্টে নিপতিত থাকে আর আমি ফরয নামাযে মগ্ন থাকা অবস্থায় সেই ব্যক্তির আর্তি আমার কানে এসে পৌঁছয়, তবে আমি নামায ভঙ্গ করে তার সাহায্যের জন্য তৎপর হব।

এরপর হযরত মসীহ মওউদ বলেন, প্রয়োজনের সময় কোন ভাইকে সাহায্য করতে অস্বীকার করা চরম অন্যায়, অনৈতিক কাজ। তিনি বলেন, যদি সংকটাপন্ন বা কষ্টে নিপতিত কোনও ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য কারো কাছে যদি কোনও বাহ্যিক উপকরণ না থাকে, তবে সে অন্ততঃপক্ষে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার নিকট এমন মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য দোয়া তো করতেই পারে। তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে দোয় গৃহীত হওয়ার জন্যও পবিত্র ও কোমল হৃদয়ের প্রয়োজন। অতএব, মুসলমানদের কর্তব্য হল অপরের অসহায়তা সম্পর্কে সহমর্মিতা ব্যক্ত করা এবং তাদের দুঃখ কষ্টকে নিজের দুঃখ কষ্ট মনে করা। (ক্রমশ....)

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir